আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৪ নভেম্বর, ২০২৩
২৭ কার্তিক ১৪৩০
২৯ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 306 ■ Daily APONZONE ■ 14 November 2023 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গাজায় গণহত্যা সমর্থন করাটা লজ্জাজনক বিষয়: প্রিয়াঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ১০,০০০ এরও বেশি মানুষকে হত্যার ঘটনাকে সোমবার ‘নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। তিনি বলেছেন, এই ধ্বংসকে সমর্থনকারী সরকারগুলির জন্য লজ্জাজনক। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যারা এই ‘গণহত্যা’কে সমর্থন করে তাদের বিবেকে এখনও কোনও আঘাত লাগেনি। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ এক পোস্টে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি লিখেছেন, ‘কী নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক মাইলফলক... গাজায় ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের প্রায় অর্ধেকই শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি দশ মিনিটে একটি শিশু মারা যাচ্ছে এবং এখন অক্সিজেনের অভাবে ছোট বাচ্চাদের তাদের ইনকিউবেটর থেকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে এবং তাদের মরতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও, যারা এই গণহত্যাকে সমর্থন করে তাদের বিবেকে কোনও যন্ত্রণা নেই, কোনও যুদ্ধবিরতি নেই... শুধু আরও বোমা, আরও সহিংসতা, আরও হত্যা এবং আরও দুর্ভোগ।

লোকসভা ভোটের আগে ১৯টি জেলার তৃণমূলে রদবদল

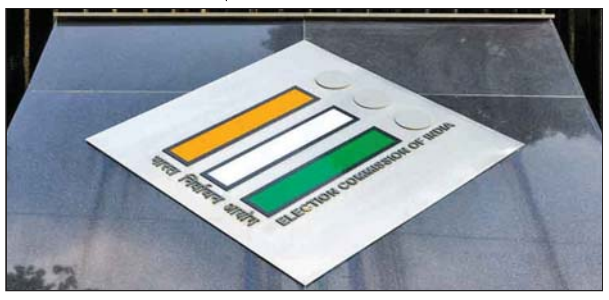

আপনজন ডেস্ক: সোমবার লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সাংগঠনিক নেতৃত্ব পদে রদবদল ঘটালো। একাধিক জেলার নতুন কমিটিতে বাধ্য করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বীরভূম জেলা সভাপতির নাম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলকে। কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে। বীরভূম জেলার চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী আশীস বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

একই সঙ্গে আশীষ বাবু বীরভূম জেলার কোর কমিটির দায়িত্ব ও সামলাবেন। মুর্শিদাবাদ বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে আনা হয়েছে অপূর্ব সরকারকে। ওই পদে আগে ছিলেন আবু তাহের খান। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান পদে আনা হয়েছে বিধায়ক জাকির হোসেনকে। বাঁকুড়া সংগঠনে জেলা সভাপতি পদ থেকে দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্র কে সরিয়ে আনা হয়েছে বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তীকে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পদে আনা হয়েছে বিক্রম জিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ।ওই পদে এতদিন ছিলেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। হুগলি জেলার আরামবাগ সাংগঠনিক চেয়ারপার্সন পদে আনা হলো স্বপন নন্দীকে ।এর আগে ওই পদে ছিলেন জয়দেব জানা। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন পর থেকে তপতী দত্তকে সরিয়ে দায়িত্বে আনা হল রত্না বিশ্বাসকে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দুটি পদে বদল ঘটানো হয়েছে চেয়ারপার্সন থেকে হাজি নুরুল ইসলামকে সভাপতি করা হয়েছে। ওই জেলার সভাপতি পদে থাকা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারপার্সন এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়িতে জেলা চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খগেশ্বর রায়কে। ওই জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন মহুয়া গোপে। পশ্চিম বর্ধমানে সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। জেলার সভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

সোমবার মোট ১৯ টি জেলার সাংগঠনিক পদে রদবদল ঘটিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অনুদানের টাকার বিশদ বিবরণ জানাতে ইসির নির্দেশ সব দলকে

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন কমিশন ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে যে সব দল অনুদান পেয়েছে, তাদের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাপ্ত অনুদানের বিশদ বিবরণ জমা দিতে বলেছে। গত ২ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলেকটোরাল বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির প্রাপ্ত তহবিলের ‘আপ টু ডেট’ ডেটা সিলমোহর কভারে পেশ করার নির্দেশ দেয়। গত ৩ নভেম্বর সব রাজনৈতিক দলের প্রধানদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে প্রতিটি বন্ডের বিপরীতে দাতাদের বিস্তারিত বিবরণ, প্রতিটি বন্ডের পরিমাণ এবং প্রতিটি বন্ডের বিপরীতে প্রাপ্ত ক্রেডিটের সম্পূর্ণ বিবরণ একটি সিলগালা কভারে জানাতে বলা হয়েছে। ইসির চিঠিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন ব্যয় বিভাগের সচিবের কাছে ডাবল সিলড কভারে বিবরণ পাঠাতে হবে- একটি যথাযথভাবে সিলকরা খাম এবং দ্বিতীয়টিতে প্রথম খাম যুক্ত যথাযথভাবে সিলকরা খাম। ইসি বলেছে যে সিল করা কভারগুলি ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যার মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এতে আরও বলা হয়, এই বন্ডগুলোস্পষ্টভাবে ‘গোপনীয়-নির্বাচনী বন্ড’ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

গত ২ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর বা তার আগে এই প্রক্রিয়া চালানো হবে। একটি সিলকরা প্যাকেটে থাকা তথ্য এই আদালতের রেজিস্ট্রার (জুডিশিয়াল) এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের কথা উল্লেখ করে রাজনৈতিক দলগুলিকে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের বিবরণ সিলমোহরে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

২০১৯ সালের এপ্রিলে শীর্ষ আদালত ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিমের ওপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে এবং স্পষ্ট করে দেয় যে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন ‘ভারী ইস্যু’ উত্থাপন করেছে যা ‘দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পবিত্রতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে’। ২০১৮ সালের ২ জানুয়ারি সরকার কর্তৃক ঘোষিত ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিমটি রাজনৈতিক তহবিলে স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া নগদ অনুদানের বিকল্প হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

এই প্রকল্পের বিধান অনুসারে, ইলেক্টোরাল বন্ড ভারতের যে কোনও নাগরিক বা দেশে অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিষ্ঠিত সত্তা দ্বারা কেনা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি এককভাবে বা অন্যান্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে নির্বাচনী বন্ড কিনতে পারেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৯এ-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের এক শতাংশের কম ভোট পাওয়া রাজনৈতিক দলগুলিই ইলেকটোরাল বন্ড পাওয়ার যোগ্য। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ইলেক্টোরাল বন্ড কোনও যোগ্য রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নগদীকরণ করতে পারবে।

সাম্প্রদায়িক মনের লোকেরা দেশের শত্রু: আরশাদ মাদানি

আপনজন ডেস্ক: জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি সোমবার দেওবন্দের মাদানী হাই স্কুলে বলেছেন, সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোকেরা দেশের শত্রু। আর ভারত কেবল ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে পারে। জমিয়তের মজলিস-ই-মুনতাজিমার (সাধারণ পরিষদ) কর্মীদের এক সম্মেলনে মাদানি বলেন, সাম্প্রদায়িকতা এমন একটি সমস্যা যা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। তিনি বলেন, আজকের পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোকেরা আমাদের দেশের শত্রু। দেশকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে শুধু ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়েই টিকে থাকবে। অন্যথায় এই দেশ শীঘ্রই বা পরে ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারত ভাগ নিয়ে মাদানী বলেন, সাম্প্রদায়িকতার কারণে ইতোপূর্বে ভারত বিভক্ত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বাড়লে দেশ আরও ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

স্বাধীন ভারতের জন্য সব ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করে মাদানি বলেন, ‘হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ যদি একা থাকতেন, তাহলে তারা স্বাধীনতা পেতে পারতেন না। সবার ঐক্যের মধ্য দিয়েই এটা সম্ভব হয়েছে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত প্রসঙ্গে মাদানি গাজায় বোমা হামলার সমালোচনা করে বলেন, ফিলিস্তিনিরা ‘তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে’ এবং ইসরায়েলিরা ‘আক্রমণ’ করছে। মাদানি আরও বলেন, জমিয়ত-উলামা-ই-হিন্দ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনে প্রার্থী দিই না, কোনো দলকে সমর্থনও করি না। এটা জমিয়তের শক্তি এবং প্রত্যেক সদস্যের এটা বোঝা উচিত।পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ১৭ টি জেলা থেকে ১,৫০০ এরও বেশি পদাধিকারী এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন এবং সংগঠনটিকে শক্তিশালী করার জন্য আলোচনা করা হয়েছিল। জমিয়তের মুখপাত্র মাওলানা কাব রশিদি বলেন, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, অষ্টম শ্রেণির পর মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা, ভোটার সচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো, ভোটার তালিকায় নতুন নাম যুক্ত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

মসজিদের পথে তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন, রোষে আগুন ধরাল সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি

আপনজন ডেস্ক: সোমবার সকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকায় ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে রয়েছে দ্বৈত হত্যা, তারপর স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা। বামনগাছিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করকে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের গুলিতে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তৃণমূল-আশ্রিত দুর্বৃত্তরা একই থানা এলাকার দোলুয়াখাকি গ্রামে অভিযান চালায় এবং পুলিশের চোখের সামনেই সিপিআই-এম সমর্থকদের প্রায় ১৫-২০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন, ভেতরে রাখা মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে এবং আরও কয়েকটি বাড়ি ভাংচুর করে বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

এই ঘটনা ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ বোগটুই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে এনেছিল, যেখানে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ভাদু শেখের নৃশংস হত্যার পরে একইভাবে বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে মহিলা ও শিশু সহ ১০ জন মারা গিয়েছিল।

কালীপূজাউদযাপনের পরের দিন জয়নগরে এই ঘটনার সূত্রপাত হয় লস্করকে, যিনি মোটরসাইকেলে করে আসা পাঁচ জন হামলাকারীর পিঠে গুলি ছোঁড়ার পর হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি লস্কর ভোর পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় একটি মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। নিহতের স্ত্রী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং লস্কর নিজে বামনগাছির পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন।

গোলাগুলির পরে গ্রামবাসী এবং স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা পাঁচ হামলাকারীর মধ্যে দু’জনকে আটক করে এবং তাদের বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। দুই সন্দেহভাজন হামলাকারীর মধ্যে একজন জনতার ক্রোধে আহত হয়ে মারা গেলেও দ্বিতীয় ব্যক্তি উস্তি এলাকার বাসিন্দা সাহারুল শেখকে পুলিশ উদ্ধার করে হেফাজতে নিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। মোবাইল ফোনে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এক ব্যক্তিকে ধরে রেখেছে, যিনি লস্করের উপর হামলাকারীদের একজন বলে মনে হচ্ছে, যিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি অভিযান পরিচালনাকারী দলের অংশ ছিলেন, তবে তিনি কার নির্দেশে কাজ করেছিলেন তা প্রকাশ করেননি। দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন স্বাধীনভাবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি।

গুলিতে খুন তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর। তার রোষে সিপিএম সর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগানো হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে যা ঘটেছিল তা বোগটুই রেডক্সের মতো দেখাচ্ছিল। সকাল ৭টা নাগাদ ২০০-৩০০ জনের একটি জনতা লস্করকে গুলি করার স্থান থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে দোলুয়াখাকি নস্কর পাড়া এলাকায় হামলা চালায় এবং প্রায় চার ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালায়। লস্কর হত্যার পিছনে সিপিআই-এম সমর্থকদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করে দুর্বৃত্তরা সিপিআই-এম সমর্থক এবং কর্মীদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সমস্ত পুরুষ সদস্যকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে। পিছনে থাকা মহিলা ও শিশুরাও তৃণমূল আক্রমণকারীদের ক্রোধ থেকে রেহাই পায়নি, যাদেরও মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন, হামলাকারীরা দেশীয় বোমা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে এবং জিনিসপত্র লুট করে এবং পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, সূর্যাস্তের পরে আরও এক দফা হামলার জন্য ফিরে আসার হুমকিও দিয়েছিল জনতা।

গ্রামবাসীরা আরও অভিযোগ করেছেন যে স্থানীয় পুলিশের চোখের সামনেই তাণ্ডব চালানো হয়েছিল, যারা হামলাকারীদের থামাতে কিছুই করেনি। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতার দ্বারা ফায়ার টেন্ডারগুলিকেও এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত ট্রাকগুলিকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি ক্ষতবিক্ষত এবং গৃহহীন হয়ে পড়েছিল।

মজার বিষয় হল, পুলিশ দাবি করেছে যে তারা “তৃণমূল নেতার হত্যার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সক্রিয় হয়েছিল”। তিনি বলেন, “আমরা বোগটুইয়ের সঙ্গে গণপিটুনির ঘটনার তুলনা করতে পারি না। কোনও প্রাণহানি হয়নি, এমনকি গৃহপালিত পশুদেরও নয়,” ঘটনাস্থলে থাকা এক আধিকারিক বলেন, “এটি তদন্তের প্রাথমিক দিন এবং তৃণমূল নেতা হত্যার উদ্দেশ্য বা মাস্টারমাইন্ডদের সম্পর্কে এখনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা দাবি করেছেন যে লস্কর হত্যার পরিকল্পনা সিপিআই-এম এবং বিজেপি যৌথভাবে করেছিল, তবে দলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেছেন যে এই হত্যাকাণ্ডের পরে যা ঘটেছিল তা “স্থানীয় জনগণের মধ্যে লস্কর জনপ্রিয় হওয়ায় জনগণের ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ” ছিল। সেন বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশোধের চেয়ে পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলেই আমাদের কর্মীরা বিরোধীদের হাতে অনেক বেশি সংখ্যায় নিহত হচ্ছেন।

সিপিআই(এম) নেতা সুজন চক্রবর্তী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল ওই এলাকার ২৩টি পঞ্চায়েত আসনই দখল করে নিয়েছে। তাই সিপিআই-এম এই অঞ্চলে খুব কমই পা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথাযথ নয়।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩০৬ সংখ্যা, ২৭ কার্তিক ১৪৩০, ২৯ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

ভাবিয়া করিয়ো কাজ

পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যুগে যুগে বলিয়া গিয়াছেন–নির্বোধ থাকিয়ো না। চিন্তা করো। নিজের ভিতরে খুঁড়িয়া দেখো–কে তুমি? বিশ্লেষণ করো নিজেকে। মূলে যাও, উৎস যাও। পরিস্থিতির ওজন না বুঝিয়া যাহা খুশি বলিয়ো না। যাহা কিছু চাহিয়ো না। চিন্তা করো। ভাবো, আরও আরও ভাবো। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো। পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করো। বুঝিয়া দেখো–যাহা চাহিতেছ, তাহা কেন চাহিতেছ? কেবল চাহিতে হইবে বলিয়া কি চাহিতেছ? যাহা করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতেছ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া তাহার পর পদক্ষেপ ফেলো। নইলে পদচ্যুতি ঘটিবে, পতন ঘটিবে। গর্তে পড়িবার পূর্বে বরং ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

ইহা অতি সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হয়তো পাইপলাইনে থাকিবার জন্য লম্ফ দিয়া পাইপের মধ্যে অনেকে ঢুকিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও যদি কেহ পাইপলাইনে ঢুকিয়া পড়েন, তবে তিনি সেই পাইপলাইনে জ্যাম তৈরি করেন। সমস্যা তৈরি করেন। বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সুতরাং মনীষীদের কথা নিভৃতে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন মনীষীরা বলিয়াছেন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে? কেন নিজের ওজন বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন–ভাবো, গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো? কেন কেন কেন? কারণ, চিন্তা না করিতে পারিলে, নিজেকে এবং নিজের ওজন না জানিতে পারিলে বিপদে পড়িতেই হইবে। সুতরাং বিপদে যাহাতে না পড়িতে হয়, সেই জন্যই চিন্তা করিয়া পা ফেলিতে হইবে। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে।

কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে বেশির ভাগ মানুষই খুব বেশি 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেই না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের। এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন–'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।' কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সেই পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তিনি মনে করিতেন–'৫ শতাংশ মানুষ চিন্তা করিতে পারেন। ১০ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, তাহারা চিন্তাভাবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ মানুষ যেন পণ করিয়াছে তাহারা বরং মারা যাইবেন তবু কষ্ট করিয়া চিন্তাভাবনার ধার ধারিবেন না।' সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাইওস। তিনি বলিয়াছেন–'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন। কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং–চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

কিন্তু যাহারা টমাস আলভা এডিসনের ভাবনা অনুযায়ী চিন্তা করিতেই ভয় পায়–তাহাদের কী হইবে? তাহারা আসলে অবোধ শিশু। যেই শিশু জানে না–আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে–সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত সেই শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না। আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাস-দোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে–'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাস-দোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো না কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

'কারার ওই লৌহ কপাট' গান নিয়ে বিতর্ক

এআর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ নজরুল পরিবারের

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুল পরিচিত গান 'কারার ওই লৌহ কপাট' একটি হিন্দি সিনেমায় ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল কবির পরিবারই। তবে এআর রহমানের সংগীত পরিচালনায় যেভাবে গানটি এখন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আপত্তি রয়েছে নজরুল পরিবারের। বরং বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরে কবি পরিবারের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, যে চুক্তি অনুযায়ী গানটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হোক। লিখেছেন **অমিতাভ ভট্টশালী**।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুল পরিচিত গান 'কারার ওই লৌহ কপাট' একটি হিন্দি সিনেমায় ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল কবির পরিবারই। তবে এআর রহমানের সংগীত পরিচালনায় যেভাবে গানটি এখন উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আপত্তি রয়েছে নজরুল পরিবারের।

বরং বিতর্ক তৈরি হওয়ার পরে কবি পরিবারের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, যে চুক্তি অনুযায়ী গানটি সিনেমায় ব্যবহার করা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হোক।

যে হিন্দি ছবিতে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'পিপ্পা' নামের সেই সিনেমাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

কিন্তু কথা ঠিক রাখলেও গানটির আসল সুর বদল করায় এ নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলামের পরিবারও অভিযোগ করেছে, তাদের কাছ থেকে গান ব্যবহারের অনুমতি নেয়া হলেও যেভাবে সুর বদল করা হয়েছে, সেই অনুমতি তারা দেননি। সম্ভব হলে গানটিতে তারা ওই সিনেমা থেকে বাদ দিয়ে দেয়ারও দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, গানটির কথায় 'কপাট' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও ১৯৪৯ সালে যে প্রথম রেকর্ড বেরিয়েছিল, সেখানে শব্দটি ছিল 'কবাট'। এক নজরুল গবেষক অবশ্য বলছেন কবি ঠিক কী লিখেছিলেন, তা জানার উপায় নেই, কারণ তার হাতে লেখা কবিতাটি সংরক্ষণ করা নেই।

গবেষক অর্ক দেবের কথায়, "২৫ বছর গানটি গণস্মৃতিতে ছিল। সেকারণে কপাট ও কবাট দুটোই রয়েছে। একটা অন্যটার অপভ্রংশ, আর তা ভাষার মান্য ঘটনাই। "

যে হিন্দি ছবিতে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'পিপ্পা' নামের সেই সিনেমাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

নজরুল পরিবারের ক্ষোভ

বহুল প্রচলিত ওই গানটি সিনেমায় ব্যবহারের জন্য ২০২১ সালে প্রযোজনা সংস্থা ও কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। বিনিময়ে পরিবার দুই লক্ষ টাকা রয়্যালটিও পেয়েছিল। তবে তার পরিবার বলছে ওই চুক্তি অনুযায়ী কখনই কাজী নজরুলের গানটির সুর 'বিকৃত' করার অনুমোদন দেওয়া হয় নি।

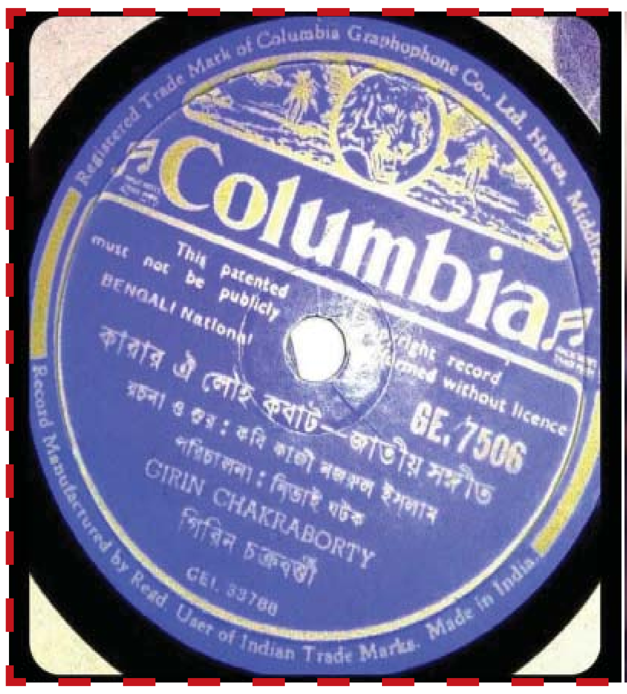

কবির পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী এবছর মে মাসে মারা গেছেন।

"ওই চুক্তিতে সাক্ষী হিসাবে আমি ছিলাম, কিন্তু সেখানে কোনভাবেই সুর বা কথা বদলানোর অনুমতি আমার মা দেন নি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন কবি নজরুলের নাতি ও কল্যাণী কাজীর ছেলে কাজী অনির্বাণ।

কাজী অনির্বাণ বিবিসিকে জানিয়েছিলেন, "বছর দুয়েক আগের ওই চুক্তির কথা আমাদের মাথাতেও ছিল না। ইতিমধ্যে মা মারা যান এ বছরের ১২ই মে। হঠাৎই কয়েকদিন আগে প্রযোজনা সংস্থা থেকে আমাকে গানটির লিঙ্ক পাঠিয়ে শুনে নিতে অনুরোধ করা হয়। আমি তো গানটার উপস্থাপনা শুনে আকাশ থেকে পড়ি, এটা কী করেছেন এআর রহমান!"

তিনি বলেন, "মা ভেবেছিলেন এআর রহমানের মতো বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক গানটা ব্যবহার করলে তা বিশ্বব্যাপী একটা প্রচার পাবে। সেজন্যই বিশ্বাস করে দাদুর গানটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। এমন কি এটাও বলেছিলেন মা যে, গানটা তৈরি হওয়ার পরে যেন আমাদের শোনানো হয়। এটা স্পষ্টতই চুক্তি ভঙ্গ।"

এই বিতর্ক শুরু হওয়ার পর চুক্তিটি প্রকাশের দাবি তুলেছেন নজরুল পরিবারের আরেকজন সদস্য। কাজী অনির্বাণের বোন, কবি নজরুলের নাতনি অনিন্দিতা কাজী যুক্তরাষ্ট্র থেকে টেলিফোনে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, "এরকম একটা যে চুক্তি যে হয়েছিল, এআর রহমানের মতো একজন সঙ্গীত পরিচালক দাদুর গান নিয়ে কাজ করবেন, এত বড় খবরটা মা বা দাদারা কেউ আমাকে গত দুবছরে জানালেন না! মায়ের যে ছাত্রীদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করতেন, তাদেরও মা কিছু জানালেন না! এটাই আমাকে অবাক করছে।

"ওই চুক্তিটা প্রকাশ কেন করছেন না আমার দাদা? চুক্তিটা সামনে এলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে সব কিছু। দাদুর গানের সুর বদল করার বা 'রিক্রিয়েট' করার অনুমোদন দেবেন আমার মা, এটা অবিশ্বাস্য," বলছিলেন অনিন্দিতা।

সুর বদলের প্রতিবাদ করেছেন কাজী নজরুল ইসলামের ঢাকায় বসবাসরত নাতনি খিলখিল কাজীও।

তিনি বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে বলেছেন, যেভাবে এআর রহমান গানটির সুর বদল করেছেন, তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। একে 'অপরাধ' হিসাবে তিনি বর্ণনা করেছেন।

'ইতিহাসের বিকৃতি'

কবির পরিবারের সদস্য এবং নজরুল বিশেষজ্ঞরা অস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের এই কাজকে ইতিহাসের বিকৃতি বলে মনে করছেন।

নজরুল পরিবার বলছে, কবির সৃষ্টি বদলিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই।

কবির আরেক পৌত্র কাজী অরিন্দমের কথায়, "এআর রহমানের মতো একজন সঙ্গীত পরিচালক এরকম একটা গর্হিত কাজ কী করে করলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। শুধু যে ভাবাবেগে আঘাত তা নয়, কারার ওই লৌহ কপাট তো একটা আন্দোলন-সংগ্রাম, যার জন্য আমাদের দাদুকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল, সেই ইতিহাস বিকৃত করে দেওয়া হল।"

ভারতের আইন অনুযায়ী, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুলের সব সাহিত্য কীর্তির কপিরাইট তার পরিবারের হাতে রয়েছে।

নজরুল পরিবারের এখন দাবি, সিনেমায় তাদের পরিবারের প্রতি যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, সেটা যেন টাইটেল থেকে তুলে নেওয়া হয় আর সম্ভব হলে গানটিকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হোক সিনেমা থেকে।

কিন্তু যদি প্রযোজনা সংস্থা চুক্তি ভঙ্গ করে থাকে, সেক্ষেত্রে তারা আইনী ব্যবস্থা নেবেন কী না, তা স্পষ্ট নয়।

কীভাবে সুর দিয়েছেন এআর রহমান?

যে গানটি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে, তার গোড়ায় কিছুটা লোকসঙ্গীতের যন্ত্রানুষঙ্গ রয়েছে, তারপরেই সমবেত কণ্ঠে, অপরিচিত সুরে গাওয়া হয়েছে কারার ওই লৌহ কপাট গানটিকে।

সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই মন্তব্য করছেন যে গানটির মূল ভাবটাই সম্ভবত ধরতে পারেন নি অস্কার জয়ী সুরকার।

কলকাতার শিল্পী বাবজী সান্যাল বলছেন, "এই গানটি অথবা রবীন্দ্রনাথ – নজরুলের গানগুলোর সঙ্গে তো মানুষের ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে। মি. রহমান যেভাবে সুর করেছেন, তার সঙ্গে গানটির ইতিহাস, প্রেক্ষিত এগুলো একেবারেই মেলে না। তিনি গানটিকে আধুনিক করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষমেশ এই বিখ্যাত গানটির একটি বিকৃত রূপ সামনে এনেছেন।"

নব্বইয়ের দশকে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে অনেকের বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন ঢাকার জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মাকসুদুল হক। তবে তিনিও সুর বদলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

মাকসুদুল হক বলছেন, "কোনও পরিচিত গানের সুরটা ঠিক রেখে কেউ যদি যন্ত্রানুষঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায় সেটা করতেই পারে। কিন্তু সেই পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি সুরটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাতে মানুষের কাছে আপত্তিকর মনে হতেই পারে।"

সামাজিক মাধ্যমে তুমুল বিতর্ক

সিনেমার গানটি ইউটিউবে আপলোড হতেই এ নিয়ে ভারত আর বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমানের তুমুল সমালোচনা শুরু করেছেন ।

বেশিরভাগই তাকে দুষছেন বহুল প্রচলিত সুরটি বদলিয়ে ফেলার জন্য। আবার গানটি গেয়েছেন যে বাঙালী শিল্পীরা, তাদেরও দোষারোপ করা হচ্ছে।

গায়িকা ফাহমিদা নবী লিখেছেন, ''এ আর রহমান নিজেই গুনি সুরকার।নিজের সুরে অন্য কথায় ছবির প্রয়োজনের গান করতেই পারতেন। সঠিক সুরে গানটি ব্যবহার করতে পারতেন।আমাদের জাতীয় কবির প্রতি এই অসম্মানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।''

লেখিকা তামান্না ফেরদৌস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখেছেন, ''এ আর রহমানের সুর করা লৌহ কপাট গানটা শুনে মনে হলো, এই গান এবং এই গানের সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালির আবেগ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই কিংবা থাকলেও উনি সেভাবে আমলে নেননি। একজন অস্কার বিজয়ী শিল্পীর কাছ থেকে এই ধরনের উদ্ধতপূর্ণ অপেশাদার আচরন কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।''

''উনার অবশ্যই তার এই অপেশাদার আচরনের জন্য পুরো বাঙালি জাতির কাছে ক্ষমা এবং দুঃখ প্রকাশ করা উচিৎ।''

নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরা টেলিভিশন চ্যানেল আইকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''নতুনের কাজ নতুন কিছুই হবে, এটি যদি একধরনের ফিউশনও হতো, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না।

কিন্তু গানটি এতটাই আলাদা, হঠাৎ করে সুর শুনলে বুঝবোই না এটা কোন গান ছিল।

আইডেন্টিফিনেশনের যদি সমস্যা হয়ে যায়, তাহলেই প্রশ্ন এসে যায়।...নজরুলের গান নিয়ে তিনি কাজ করে, এর চেয়ে ভালোলাগার কিছু ছিল না। যখন গানটির কথা ঠিক ছিল নজরুলের ভাষায়, সুর হয়ে গেছে আলাদা কিছু, এখানেই যত সমস্যা।''

তবে ভিন্ন মতও দেখা যাচ্ছে একটু খোঁজ করলে। এই অংশটির কারও কাছে এআর রহমানের দেওয়া সুরটি খারাপ লাগে নি, কেউ বলছেন শিল্পীর স্বাধীনতা আছে যে কোনও গান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর।

কলকাতার এক ফেসবুক ব্যবহারকারী ও সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী যেমন উদাহরণ দিয়েছেন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির সুর তো দিয়েছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক! তিনি লিখেছেন, "অসুবিধা কোথায়? একটা ভালো লেগেছে, একটা লাগেনি। ব্যাস। খারাপ লাগলে শুনবেন না।

"নজরুলের লেখা কবিতায় কেউ নতুন করে সুর চাপিয়েছেন, তা নিয়ে এমন মায়াকান্না কেন? কেন ব্যক্তি আক্রমণ? পছন্দ না হলে বলুন। সমালোচনা করুন। পারলে রহমানকে সুর সঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ুন। কিন্তু এই হাহাকার, বাঙালির সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ চাগিয়ে ওঠার কারণ কি?

সৌজন্যে: বিবিসি(বাংলা)

পরবর্তী অংশ আগামী কাল...

ইসরায়েলি চিকিৎসকেরা কেন গাজার হাসপাতালে বোমা হামলার উসকানি দেয়?

সুয়াদ হাদি, লায়লা আসওয়াদ ও সামির শামি

'পশ্চিমাদের নৈতিক মূল্যবোধের সুযোগে সন্ত্রাসীরা হাসপাতালের নিচে তাদের ঘাঁটি গেড়েছে। আর গাজাবাসী সেটা চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে এনেছে। যেকোনো উপায়ে সব জায়গা থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করতে হবে। হাসপাতালের ভেতরে থাকা সন্ত্রাসীদের সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া শুধু সঠিকই নয়, এটা আইডিএফের দায়িত্বও।' প্রথমে মনে হতে পারে হাসপাতালকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে কোনো চরমপন্থী বা উগ্রবাদী হয়তো এই বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু জেনে আশ্চর্য হবেন, এই বিবৃতিতে ইসরায়েলি চিকিৎসকেরা স্বাক্ষর করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই চিঠি ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিবৃতি দেখে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানোর কথা। কিন্তু দেখা গেল এই চিঠি নিয়ে ইসরায়েলের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে 'যৌক্তিক' বিতর্ক চলছে। বিতর্কের বিষয় হলো ফিলিস্তিনি হাসপাতালগুলোয় বোমা মারা উচিত নাকি অনুচিত। ইসরায়েলি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আমরা যে ছয়জন ফিলিস্তিনি চিকিৎসক কাজ করছি, তাঁরা অসুস্থ বোধ করছি। ভেবে কূল পাই না, কী করে আমাদেরই সহকর্মী, যাঁদের সঙ্গে আমরা কাজ করি, তাঁরা বলছেন গাজার হাসপাতালে বোমাবর্ষণ করা হোক। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা খুব একটা বিস্মিত হইনি। আমরা ইসরায়েলি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অংশ। এখানে প্রশিক্ষণ পেয়েছি, এখানেই চাকরি করছি। আমরা এই ব্যবস্থার ভেতরে থাকা বৈষম্য, সামরিকায়ন এবং কপটতার সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত। বাইরে থেকে যারা দেখে, তারা মনে করে এখানকার হাসপাতালে আরব ও ইহুদিরা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে একসঙ্গে কাজ করে। আমাদের ইসরায়েলি সহকর্মীরা গণহত্যার মধ্যে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা ইসরায়েলি স্বাস্থ্যব্যবস্থাটা কেমন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই ব্যবস্থা এমন, যেখানে কিছু চিকিৎসক নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর পরামর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের অবস্থান ও পেশাকে দুই পক্ষের বেসামরিক মানুষের জীবন বাঁচাতে কিংবা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ব্যবহার করে না। তারা স্বাস্থ্য অবকাঠামোয় হামলাকে ন্যায্যতা দেয় জেনে-শুনে-বুঝে। তারা জানে এই হামলায় তাদের মতোই চিকিৎসক ও রোগীরা প্রাণ হারাবে। সিনেটর জোসেফ ম্যাককার্থেই যেভাবে কমিউনিস্টদের খুঁজে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করার নীতি নিয়েছিলেন, এরাও তাঁর পথ অনুসরণ করছে। ফিলিস্তিনি চিকিৎসকদের খুঁজে খুঁজে বের করছে। ফলে আমরা চলমান যুদ্ধ নিয়ে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক বা নৈতিক আলোচনায় যুক্ত হতে পারছি না। তারা প্রত্যাশা করে আমরাও যেন হামাসের হামলাকে নিন্দা জানাই এবং ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দেশপ্রেমের ঝান্ডা উড়িয়ে যা করে যাচ্ছে তার স্তুতি গাই। নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষের হত্যা ও ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত এলাকায় আরও জোরালো অবরোধের দাবির সঙ্গে গলা মেলাই। প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে আমরা গাজা ও পশ্চিম তীরে ধ্বংস ও হত্যার খবর শুনি। যে মুহূর্তে হাসপাতালে পা দিই, সেই মুহূর্তে মুখ মাস্কে ঢেকে ফেলি। এমন ভাব করি যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। তারপর সহকর্মীদের অনুসন্ধিৎসু

চোখের সামনে প্রাত্যহিক বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দিই। কফি বিরতিতে আমাদের সহকর্মীরা খুব স্বাভাবিক গলায় গাজাকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার গল্প করেন। আলোচনা করেন গাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে পারলে কত সুবিধা হয় এসব নিয়ে।

আমরা দেখি যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়া আমাদের ফিলিস্তিনি সহকর্মীদের কীভাবে জেরা করা হচ্ছে, কীভাবে তাদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে এবং লজ্জা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো যে ক্রমেই 'সংশোধন' কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে তা বেশ টের পাচ্ছি আমরা। অন্য যেকোনো জায়গা হলে, আমাদের এখন রাস্তায় নেমে যুদ্ধ আর গণহত্যার বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার কথা ছিল। আমাদের পেশা ও অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে হাসপাতাল ভবন, এর কর্মী ও বেসামরিক মানুষের জানমাল ধ্বংসের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার কথা ছিল। আমরা জানি কোনো পক্ষ বেছে নেওয়ার চেয়েও এই পরিস্থিতি অনেক জটিল। আমরা জানি যেকোনো মৃত্যুই দুঃখজনক, হোক তা একজন ইসরায়েলির অথবা ফিলিস্তিনির। আর সে কারণেই সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা জানি যে এই ইতিহাসের শুরু ৭ অক্টোবর নয়। বরং আমাদের মানুষগুলো বহু দশক ধরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। আর এসব কিছুতে ইসরায়েলি চিকিৎসকদের সায় ছিল। আমাদের মানুষগুলো ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে, নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এসব কিছু জেনেও আমরা রোজ কাজে আসি। তা-ও আমরা আমাদের ইসরায়েলি সহকর্মীদের জিজ্ঞেস করতে পারি না, 'আপনারা কি এই হামলার নিন্দা করেন?' আমরা একটা জবরদস্তিমূলক পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এখানে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক বিষয়, এমনকি এই মৃত্যু উদ্‌যাপনের বিষয়। কিন্তু কোনো ইহুদির মৃত্যুকে এখানে দুঃখজনক বলে ধরা হয়। ইহুদিদের মৃত্যু এখানে অগ্রহণযোগ্য এবং প্রতিশোধের যোগ্য। এটাই এখানে বাস্তবতা। ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা এখানে অত্যন্ত মূল্যবান, আর ফিলিস্তিনের জাতীয় নিরাপত্তা ঠাট্টার বিষয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো এখানে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আমাদের ইসরায়েলি সহকর্মী, পশ্চিমা বিশ্ব এবং সেখানকার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসল চেহারা বেরিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনিদের অমানুষ হিসেবে চিত্রায়ণ করে গাজায় গণহত্যা চালানোয় পুরো বিশ্বের যুক্ততা আছে। যুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা পেশার একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। চিকিৎসা পেশা বর্ণ, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কারণ এ বস্তুগুলোই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধায়। ভিয়েতনাম, ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে চিকিৎসকেরা কী ভূমিকা নিয়েছিল, তা আমরা এখনো ভুলিনি। আমরা দেখেছিলাম কীভাবে মার্কিন চিকিৎসকেরা ৯/১১-এর পর ইরাক ও আফগানিস্তান দখলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। কারণ তারা জানত যুদ্ধ কখনো নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না, বরং আরও মৃত্যু ডেকে আনে। কিন্তু ইসরায়েলে আমাদের ইহুদি সহকর্মীদের বড় অংশ বেসামরিক জনগণকে সুরক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। ইসরায়েলের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। তারা শুধু যে যুদ্ধের পক্ষে তা-ই নয়; তারা ইসরায়েলের যুদ্ধ, দখলদারি এবং অ্যাপারথেইডের বিপক্ষে ফিলিস্তিনি চিকিৎসকদের কথা বলতে দেয় না। কোনো কর্মসূচিও পালন করতে দেয় না। এই দুঃখজনক, শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমরা বেঁচে আছি, কাজ করছি। আমরা আমাদের পেশাগত দায়িত্ব ও শপথের প্রতি অবিচল থেকে নাম লুকিয়ে বেনামে চিঠি লিখি। আমরা আমাদের মনোবল হারিয়ে, মানুষ হিসেবে আমাদের যে চরিত্র তা হারিয়ে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা দেখছি, কীভাবে ফিলিস্তিনি শিশুরা ইসরায়েলিদের ফেলা ফসফরাস বোমার আঘাতে পুড়ছে, কীভাবে পুরো একটা জনগোষ্ঠী খাবার আর পানির তীব্র সংকটে ভুগছে। একটুও বিচলিত না হয়ে আমরা বলছি সবকিছু স্বাভাবিক। আমাদের শুধু ফিলিস্তিনের নিরপরাধ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়নি, আমরা রাষ্ট্রীয় অপরাধের বিষয়ে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ খুললেই আমাদের চাকরি যায়, আমাদের নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে।

এই চিঠির মাধ্যমে আমরা ফিলিস্তিনি ও গাজায় কর্মরত আমাদের সহকর্মীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। একই সঙ্গে পৃথিবীকে জানাতে চাই আমাদের গভীর অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের কথা। আমি ও এই বিশ্ব আপনাদের পরাজিত করেছে। আমরা শুধু এ টুকুই আশা করতে পারি, যে শান্তির সময়ে হয়তো আমরা বলতে পারব কোন পরিস্থিতি এই গণহত্যাকে ইন্ধন দিয়েছে। একই সঙ্গে যাঁরা বেঁচে থাকবেন, তাঁদের বেদনা লাঘবে অংশ নেব।

আল-জাজিরা থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

গাজায় ইসরাইলি হামলায় ৬০ মসজিদ ধ্বংস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলায় অন্তত ৬০টি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে।
সোমবার (১৩ নভেম্বর) স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ওয়াফার বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৭ অক্টোবর হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে হাসপাতাল, মসজিদসহ গাজার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বোমা ফেলছে ইসরায়েল। সর্বশেষ উত্তর গাজার আল-সালাম মসজিদটি ধ্বংস করেছে ইসরায়েল।
জানা যায়, শহরের অধিকাংশ উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও ঐতিহাসিক স্থাপনা, উপাসনালয়, হাসপাতাল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী যুদ্ধে হামলার আওতা মুক্ত হওয়ার কথা।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ ইসরায়েল ঘনিষ্ঠ দেশগুলো এখনো হামাসকে দায়ী করে বলছে, হামাস সাধারণ মানুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। ইসরায়েলে ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় ভয়াবহ হামলা শুরু করে ইসরায়েল।
দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযানও চালাচ্ছে তেল আবিব। ফলে গাজায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।
গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে ১১ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।
এরপরও উপত্যকাটিতে হামলার তীব্রতা কমাচ্ছে না ইসরায়েলি বাহিনী। গত কয়েক দিনে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালেও নিশানা করছে তারা।
এতে গাজার প্রধান দুটি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালের ইনসেনটিভ কেয়ারে চিকিৎসারত শিশুরা সবচেয়ে বেশি হুমকিতে আছে। এখন পর্যন্ত দুটি শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে।
তবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পক্ষ থেকে হামলা বন্ধের আহ্বান করা হলেও বৃহস্পতিবার নেতানিয়াহু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, হামাস জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত গাজায় কোনও যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে না।

গাজাবাসীর দৃঢ়তা দেখে বদলে গেল মার্কিন টিকটকারের জীবন

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টিকটক তারকা মেগান রাইস ইসলাম গ্রহণ করেছেন। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নৃশংসতার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের অবিচলতা এবং পবিত্র কোরআন পাঠ তাঁর ইসলাম গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে জানান তিনি। গত শুক্রবার (১০ নভেম্বর) টিকটকের এক ভিডিওতে একথা জানান তিনি।
টিকটকের লাইভ ভিডিওতে হিজাব পরে রাইস কালেমা শাহাদাহ পাঠ করেন এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেন।
এ সময় তিনি হিজাব পরলে নিরাপত্তা অনুভবের কথা জানান।
গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কন্টেন্ট তৈরি করে ম্যাগান রাইস আরব বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি ইসরায়েলি আগ্রাসনের মুখে ফিলিস্তিনিদের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস দেখে অভিভূত হন। মূলত তখন থেকেই তার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের মানসিক শক্তির উৎস সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হয়।
টিকটকের এক ভিডিওতে রাইস বলেন, আমি ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাসের প্রশংসা করে একটি ভিডিও তৈরি করেছিলাম। তখন মানুষ মন্তব্য করেছিল, 'তাই ইসলাম। আপনি কি কোরআন পড়েছেন? হয়তো আপনার কোরআন পড়া উচিত।'
তিনি বলেন, 'আমার কাছে যথেষ্ট সময় আছে।
আমি গবেষণা করতে ও শিখতে আগ্রহী। এরপর গাজার জনগণের শক্তির রহস্য জানতে আমি কোরআন পড়া শুরু করি। আমি পবিত্র কোরআনে সুরাগুলো পড়ি। সেখান থেকে আমি নারীদের কোনো বাধা ছাড়াই বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের স্বাধীনতার কথা জানতে পারি।'
এরপর তিনি ইসলাম সম্পর্কে সবাইকে জানাতে টিকটকে একটি কোরআন বুক ক্লাব চালু করেন। সেখানে মুসলিম ও সব ধর্মাবলম্বীর অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
মেগান রাইস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটকে খুবই জনপ্রিয়। এ প্ল্যাটফর্মে তাঁর প্রায় ৮ লাখ ফলোয়ার ও ৭০ লাখ লাইক রয়েছে। সাধারণত রান্না, স্বাস্থ্যকর খাবার, কেনাকাটাসহ ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণমূলক ভিডিওর তিনি পরিচিত। তা ছাড়া তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও নজর কাড়ে সবার। তবে গত ১৭ অক্টোবর এক ভিডিওতে তিনি বিষন্ন মুখে হাজির হোন এবং গাজার করুণ অবস্থা নিয়ে প্রকাশিত কিছু ভিডিও তুলে ধরেন। এরপর আরেক ভিডিওতে তিনি ফিলিস্তিনি জনগণ ও পবিত্র কোরআনের প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কথা জানান।

হামাসকে নির্মূল করতে পারবে না ইসরায়েল: হিজবুল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: 'গাজা উপত্যকার অসহায় মানুষদের হত্যার মাধ্যমে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে বলে ইসরায়েল যদি ধারণা করে থাকে তাহলে তারা মারাত্মক ভুল করছে।'
লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর নির্বাহী পরিষদের প্রধান হাশেম সাফিউদ্দিন একথা বলেছেন।
রোববার দক্ষিণ বৈরুতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গাজায় অসহায় নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইহুদিবাদী ইসরায়েল তার লক্ষ্য হাসিল করতে পারবে না। হামাসসহ কোনো প্রতিরোধ সংগঠনকে ধ্বংসের ক্ষমতা দখলদার ইসরায়েলের নেই। প্রতিরোধ ফ্রন্টের শক্তি ও সামর্থ্য আগের চেয়ে বেড়েছে।
হিজবুল্লাহর এই নেতা বলেন, গাজায় যা ঘটছে তা থেকে এটা স্পষ্ট বিশ্বের কোনো শক্তির ওপর আস্থা রাখা যায় না এবং আমাদের শত্রুরা কোনো নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধার ধারে না।
তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থন ও সহযোগিতায় দখলদার ইসরায়েল বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করে যাচ্ছে, গাজার সব স্থাপনায় হামলা চালাচ্ছে।
হাশেম সাফিউদ্দিন বলেন, গাজার বীর সংগ্রামীরাই নতুন করে ভবিষ্যৎ রচনা করবে। তারা খুব সাধারণ অস্ত্রের সাহায্যে ট্যাঙ্কের মোকাবেলা করে যাচ্ছে। তারাই টিকে থাকবে, তারাই নতুন করে গাজাকে গড়ে তুলবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মিয়ানমারে তীব্র লড়াই, মিজোরামে প্রবেশ করছে শরণার্থীরা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে তীব্র লড়াই করছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) বিদ্রোহীরা। ফলে দেশ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দলে দলে শরণার্থীরা ভারতের মিজোরামে প্রবেশ করছে।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর আসাম রাইফেলস মিয়ানমার সীমান্তের কাছে মিজোরামের বসতিতে গ্রাম প্রধান এবং নাগরিক সমাজের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছে এবং প্রতিবেশী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এনডিটিভি।
গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভি জানিয়েছে, নতুন লড়াইয়ের ফলে মিয়ানমার থেকে মিজোরাম হয়ে ভারতে চিন-কুকি শরণার্থীদের আরেক দল শরণার্থীর ভিড় শুরু হয়েছে। এখানে ৭ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আসাম রাইফেলস অফিসাররা পূর্ব মিজোরামের চাম্পাই জেলার গ্রাম প্রধান এবং সুশীল সমাজ গ্রুপ ইয়াং মিজো অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছেন।
মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্য সরকারের সশস্ত্র শাখা জান্তার সেনাবাহিনী এবং পিডিএফ-এর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ফলে শত শত শরণার্থী মিজোরামের সীমান্ত গ্রামে পালিয়েছে বলে ওই সূত্র জানিয়েছে। গ্রামবাসীদের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, মিজোরামের চাফাই জেলার জোখাওথার গ্রামে মিয়ানমার থেকে ১০০টির বেশি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।
জোখাওথার গ্রামে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের ৬ হাজার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে।
২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর মিয়ানমার থেকে প্রায় ৩২ হাজার পুরুষ, মহিলা ও শিশু মিজোরামের অনেক জেলায় আশ্রয় নিয়েছে।
মিজোরামের ছয়টি জেলা– চাম্পাই, সিয়াহা, লংটলাই, সেরছিপ, হানথিয়াল ও সাইচুয়ালের সঙ্গে মিয়ানমারের চিন রাজ্যের ৫১০ কিমি দীর্ঘ বেড়াহীন আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।
আসাম রাইফেলস ভারত-মিয়ানমারের এই সীমান্ত পাহারা দেয়। মিজোরামের প্রতিবেশী মণিপুর রাজ্যে শরণার্থী এবং অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যার তীব্র বৃদ্ধির মধ্যে জমি, সম্পদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সঙ্কুচিত হওয়ার ভয়ে পার্বত্য-সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন-কুকি উপজাতি এবং উপত্যকা-সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতিদের মধ্যে তীব্র জাতিগত সংঘর্ষ বেধেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর ফের রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন তিনি।
সোমবার (১৩ নভেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ডাউনিং স্ট্রিটের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদলের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন ডেভিড ক্যামেরন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় ফিরলেন ক্যামেরন। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সুয়েলা ব্রেভারম্যানকে। তার স্থলাভিষিক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি। ২০১৬ সালে ব্রেক্সিট ইস্যুতে তার নেতৃত্বে আয়োজিত গণভোটে হেরে যাওয়ার পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান ক্যামেরন। এর দু'বছর পর তিনি আবারও প্রথম সারির রাজনীতিতে ফিরতে চান বলে ইঙ্গিত দেন। যা এবার বাস্তবায়িত হলো। এর আগে, যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য সুয়েলা ব্রাভারম্যানকে বরখাস্ত করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি তার স্থলাভিষিক্ত হন।
আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শূন্যপদে অভিষিক্ত হলেন ক্যামেরন। সুনাক তার মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল শুরু করার পর সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে ডাউনিং স্ট্রিটে দেখা যায়। তখন থেকে জল্পনা শুরু হয় যে, তিনিও সরকারে ফিরতে পারেন।

আমি ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর হওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে ওআইসি এবং আরব লীগের সম্মেলনে যোগ দেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। রবিবার সেখান থেকে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।
এরদোগান বলেন, ইসরায়েলি বর্বরতার মুখে কোনো বিবেকবান মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। প্রথম দিন থেকেই আমি ফিলিস্তিনিদের কণ্ঠস্বর হওয়ার চেষ্টা করেছি এবং গাজায় গণহত্যা বিশ্বকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমি ফোন কূটনীতিতে নিয়োজিত আছি এবং অন্যান্য দেশ সফর করছি।
এরদোগান বলেন, মানবিক যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে গত ৭ অক্টোবর সংঘাতের নতুন পর্যায় শুরু হওয়ার পর থেকে কূটনীতি ও সংলাপে নিয়োজিত রয়েছি। গাজায় সরবরাহের জন্য মিশরে প্রায় ২৩০ টন মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তুরস্কের একটি বড় জাহাজও আরও সহায়তার জন্য মিশরের পথে রয়েছে।
তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, গণহত্যার মুখে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। জাতিসংঘসাধারণ পরিষদের ২৭ অক্টোবরের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতি ও নিঃশর্ত মানবিক সহায়তা প্রদানের পক্ষে ১২১টি দেশ 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কিন্তু আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর।'
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সংঘাত বন্ধের উপায় ভাবছে যা এটা গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধবিরতির জন্য ইসলামিক বিশ্বের 'একটি মাত্র কণ্ঠস্বর' থাকা উচিত। শনিবারের সামিটে আমি জোর দিয়ে বলেছি 'ওআইসি প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল ফিলিস্তিন। সুতরাং এটার বিশাল দায়িত্ব রয়েছে।'
সম্মেলনে এবং সম্মেলনের সাইডলাইনে আমি বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্টকে বলেছি ফিলিস্তিনি ইস্যু সম্পূর্ণ সমাধান না হলে কোনো পদক্ষেপই স্থায়ী হবে না। পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী রেখে স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তিনি। এটা এই অঞ্চলের টেকসই শান্তির জন্য অপরিহার্য বলেও মন্তব্য করেন এরদোগান।

গাজায় নিহত কর্মীদের স্মরণে পতাকা অর্ধনমিত রাখল জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: এশিয়াজুড়ে সোমবার জাতিসংঘের বিভিন্ন কম্পাউন্ড ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ইসরায়েল-হামাস সংঘর্ষে গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন এমন সহকর্মীদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন কর্মীরা।
ফিলিস্তিনিদের সহায়তা বিষয়ক জাতিসংঘ সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) শুক্রবার ঘোষণা করেছে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে গাজা উপত্যকায় জাতিসংঘের শতাধিক কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।
স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এশিয়া জুড়ে জাতিসংঘের নীল এবং সাদা রঙের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।
নিম্নোক্ত স্থানে জাতিসংঘের অফিসগুলোতে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছিল।
> ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
> বেইজিং, চীন
> কলম্বো, শ্রীলঙ্কা
> দিলি, পূর্ব তিমুর
> হ্যানয়, ভিয়েতনাম
> টোকিও, জাপান
বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের অন্যান্য সদর দপ্তরে সোমবার দিনব্যাপী একই ধরনের কার্যক্রম করা হবে।
এদিকে ইসরায়েল বলেছে, হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় এক হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছেন। এদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।
ইসরায়েলে হামলা চালানোর সময় হামাস যোদ্ধারা ২৪০ জনকে জিম্মি করে। এদিকে গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের ব্যাপক বিমান ও স্থল হামলায় ১১ হাজার জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই শিশু।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৯ মি.

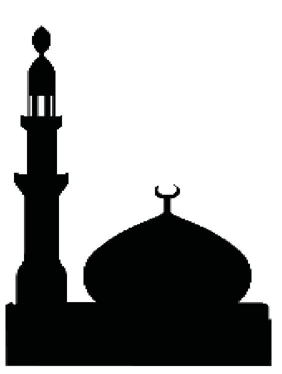

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৫	৫.৪৮
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৭	
মাগরিব	৪.৫৮	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

গাজায় চিকিৎসা সরঞ্জামবাহী জাহাজ পাঠাল তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ফিল্ড হাসপাতাল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও চিকিৎসা উপকরণবাহী জাহাজ পাঠিয়েছে তুরস্ক।
সোমবার (১৩ নভেম্বর) দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. ফাহরেত্তিন কোকা এক টুইটবার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন।
জাহাজটি এরইমধ্যে মিশরের এল আরিশ বন্দরে পৌঁছেছে বলে নিশ্চিত করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।
মিশরের এই বন্দরটি গাজা ও মিশরের মধ্যকার সীমান্তপথ রাফাহ ক্রসিংয়ের কাছে অবস্থিত। ক্রসিং থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে এল আরিশ বন্দর।
তুরস্কের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মোট ৮টি ফিল্ড হাসপাতাল প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, জেনারেটর, চিকিৎসা উপকরণ ও অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে জাহাজটিতে।
ওই কর্মকর্তা বলেন, 'গাজা উপত্যকার এখন যে পরিস্থিতি, তাতে সেখানে ফিল্ড হাসপাতাল নির্মাণের মতো অবস্থা নেই। আমরা মিশরের সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, যেন বন্দর ও তার আশপাশের এলাকায় নির্মাণ করা হয়। গাজার রোগী ও আহতদের চিকিৎসার জন্যই এই অনুরোধ করেছি আমরা।
'আশার সংবাদ হলো– মিশরের সরকার অনুরোধে সাড়া দিয়েছে। সরকারি কর্তৃপক্ষ যেসব জায়গা নির্দিষ্ট করে দেবে, সেসব স্থানেই ফিল্ড হাসপাতালের নির্মাণ হবে।'

জেলেনস্কিকে সরাতে চায় পশ্চিমারা!

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কার্যত স্থবির হয়ে আছে। রুশ বাহিনী সম্প্রতি নতুন করে বড় ধরনের কোনও অভিযান না চালালেও তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে পিছু হটাতে পারছে না ইউক্রেনীয় বাহিনী। এদিকে পশ্চিমাদের কাছ থেকে আধুনিক বহু অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা পাওয়ার পরও ফলপ্রসূ কিছু করতে না পারায় ইউক্রেনীয় সরকার ও সেনাবাহিনী নিয়েও পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

গাজায় সৌদির ত্রাণবাহী ট্রাক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের জন্য পাঠানো সৌদি আরবের প্রথম ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় পৌঁছেছে। রোববার (১২ নভেম্বর) রাফাহ সীমান্ত দিয়ে ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করে। সৌদি রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি প্রেস এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
গাজাবাসীদের জন্য পাঠানো ওই মানবিক সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে- খাবার ও আশ্রয়ের সরঞ্জাম।
গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনিদের সহযোগিতার জন্য জাতীয়ভাবে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে সৌদি সরকার। ওই ক্যাম্পেইন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাদশা সালমান এবং ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান।
এদিকে গাজাবাসীদের জন্য সৌদির পাঠানো ত্রাণবাহী বিমানের চতুর্থ চালান মিশরের এল-আরিশ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছে।
সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনি জনগণকে মানবিক সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

ভূমধ্যসাগরে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, ৫ মার্কিন সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে প্রশিক্ষণের সময় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৫ মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, রুটিন প্রশিক্ষণ অনুশীলনের অংশ হিসাবে রিফুয়েলিং করার সময় হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। অবশ্য হেলিকপ্টারটি কোথা থেকে উড়ছিল বা কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছে তা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি।
যুক্তরাষ্ট্র গত এক মাসে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে দুটি বিমানবাহী রণতরী, জাহাজ এবং বহু যুদ্ধবিমান নিয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, সেনা সদস্যরা 'আমাদের দেশের জন্য প্রতিদিন তাদের জীবনকে বাজি রাখছেন। নিহত সকল যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করছি।'
টানা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ব্যাপক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের তীব্র আক্রমণ শুরু হওয়ার পর মার্কিন সেনাবাহিনী ভূমধ্যসাগরে দুটি বিমানবাহী রণতরীসহ ব্যাপক সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে। এছাড়া ইসরায়েলে গোলাবারুদ সরবরাহ করার পাশাপাশি এই অঞ্চলে সামরিক মহড়াও শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রথম নজর

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভাঙড়ের শিক্ষক

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: উত্তর প্রদেশের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের শিক্ষক ছোটন বাবু মোল্লা। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল " ১৯৪৭- এর দেশভাগ: সমাজ ও সাহিত্যে তার প্রভাব।" সেই সেমিনারটি আয়োজন করে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। ৩ দিনের এই আন্তর্জাতিক সেমিনার শুরু হয় ৩১ অক্টোবর এবং শেষ হয় ২ নভেম্বর। সেই সেমিনারে দেশ ভাগ নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ভাঙড় চক্রের ভাঙড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ছোটন বাবু মোল্লাকে। স্কুলে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় চোটন বাবু মল্লিকের বাড়ি ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের জাগুলগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙড় বাজারে।

ইন্তেকাল করলেন মাওলানা বজলুর রহমান

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত ফটিক বেড়িয়া গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষক মাওলানা বজলুর রহমান বৈদ্য আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢোলাহাটের রামচন্দ্র নগর হাই স্কুলের আরবী ভাষার প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন শিক্ষা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও অনুরাগী রেখে তার যান।তাঁর জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রঈসুদ্দীন, মাওঃ নুরুল্লাহ , কাজী নাসির উদ্দিন সহ অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।মৃত্যু কালে স্ত্রী সহ তিন পুত্র ও দুই বিবাহিত কন্যা রেখে যান। তাঁর পুত্র শিক্ষক খলিল উদ্দিন বৈদ্য তাঁর জানাজা নামাজে ইমামতি করেন। এবং উপস্থিত সকলকে পিতার মাগফিরাত কামনার আবেদন করেন।

প্রাক্তন প্রধানের বাড়ি থেকে খুলে নেওয়া হল সরকারি পাম্প

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

আপনজন: দু বছর আগে এলাকার মানুষের সুবিধার্তে বসেছিল সোলার সাবমারসিবল পাম্প। সেই জলের পাম্পটি বর্তমান প্রধানের নেতত্বে খুলে নিয়ে চলে যাওয়ায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে বড়ঞা পঞ্চায়েতে। জানা গিয়েছে ২০২১ ২২ অর্থবর্ষে তৎকালীন বড়ঞা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জ্যোৎস্না খাতুন তার নিজের জায়গায় এই সাবমারসিবল পাম্পটি বসিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে শাসক দলের ভোট পরিবর্তন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান পরিবর্তন হওয়ার পরে নিজের জায়গায় থাকা প্রাক্তন প্রধানের ওই সাবমারসিবল উঠিয়ে নিয়ে গেলেন বর্তমানের প্রধান লোকজন। শোরগোল পড়তেই গ্রামবাসীরা উত্তেজনা বাড়ে, ঘটিনাস্থলে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে ও বর্তমান প্রধানের নেতৃত্বেই পুনরায় সাবমারসিবল পাম্পটি বড়ঞা দুই নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা করল করা। এই নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা।

কেঠারডাঙ্গায় খুন হওয়া নাজিমুদ্দিনের বাড়িতে নওশাদের প্রতিনিধিরা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: পূজার মরশুমে শহর বাঁকুড়ায় খুন হল নাজিমুদ্দিন দালাল নামে এক ব্যাক্তি, বয়স ৬৪, পেশায় তিনি বাজারে সিকিউরিটি গার্ডে কর্মরত ছিলেন। এদিন খবর পেয়ে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর নির্দেশে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন এবং সবধরনের আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন, ভাঙ্গড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন খুব তাড়াতাড়ি আমি নিজে গিয়ে পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করবো। গত ১১ই নভেম্বর শনিবার রাত সাড়ে আটটায় নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় ডিউটির জন্য মৃত নাজিমুদ্দিন দালালের পুত্র সাজুউদ্দিন দালাল বাবার সাথে কোনভাবেই যোগাযোগ করতে না পেরে ও ফোনে না পেয়ে বাধ্য হয়ে ভোরের দিকে খুঁজতে বের হয় বাবার কর্মস্থলে সেখানেই বাবা অর্থাৎ নাজিমুদ্দিনের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায় এবং পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় তদন্তের জন্য।

অপরদিকে পরিবারের সদস্য সহ গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন রাতে টহলদার পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন ব্যক্তি খুন হল এই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিড়ম্বনা। পরিবারের অভিযোগ পরিত্যক্ত জায়গায় ইলেকট্রিক শ্মশানঘাট তৈরি নিয়ে বচা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। হুমকি দেয়া হয়েছিল নাজিমুদ্দিন কে মেরে ফেলা আর তাই হল।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার জন্য এলাকায় বিক্ষোভ চলছে, চলছে পথ অবরোধও।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত কাউকে এই নিয়ে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়নি।

মৃত নাজিমুদ্দিন দালালের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন , তার স্বামীর হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি জানিয়েছেন, বিচারের আশায় মৃতের তিন পুত্র ।

ইণ্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বলেন এটা পরিকল্পিত খুন। আমরা তাদের পাশে আছি প্রয়োজনে আগামীতে এই নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবো।

জেলা সভাপতি পদে কেষ্টর নাম নেই, দায়িত্ব কোর কমিটিকেই

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আমীরুল ইসলাম ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ একবছরের উপর সভাপতি হীন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। গরু পাচার মামলার অভিযোগে তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে তিহার জেলে বন্দী। এনিয়ে শুরু হয় নানান জল্পনা। অনুব্রত মন্ডলের জায়গায় কে হবেন জেলা সভাপতি,আদৌ সে জায়গায় কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা সফরে এসে বোলপুরে জনসভা থেকে একপ্রকার পরিষ্কর করে দেন অনুব্রত মণ্ডলই থাকছেন জেলা সভাপতি। পরিবর্তে জেলা কোর কমিটি গঠন করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

তিনি বলেন, এর পাশাপাশি তিনি নিজে বীরভূম জেলার দায়িত্ব সামলাবেন। ফিরহাদ হাকিমরা সহযোগিতা করবেন। সেই মোতাবেক চলে আসছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যক্রম। সোমবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য কমিটির নোটিশ মোতাবেক রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তৃণমূল জেলা

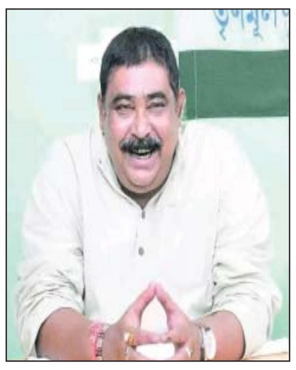

AITC PRESS RELEASE - 13th November 2023

List of New WB Mother District Presidents

সভাপতি ও চেয়ারম্যান এর নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান হিসেবে রামপুরহাটের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশ পায়। অন্যদিকে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি পদে নাম নেই অনুব্রতর। বদলে লেখা রয়েছে কোর কমিটির নাম। যা গত ১২ বছরের প্রথমবার। আগে যেমন সামলেছেন এখনও সেইভাবে কোর কমিটি সামলাবেন জেলা বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। ফলে, বীরভূম জেলা সভাপতির পদ নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে গেল। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে অনুব্রতর জেল থেকে বেরোনোর আশা খুবই কম বলে মনে করছে অনেকেই। সেই ভবিষ্যৎ সঠিক হলে বীরভূমে এবার লোকসভা ভোটে অনুব্রতকে ছাড়াই লড়বে তৃণমূল শিবির। ২৪ এর মহাযুদ্ধের কয়েক মাস আগেই জেলার সভাপতি ও চেয়ারপার্সন পদে বিরাট ও রদবদল ঘটাল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে থেকে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি পদে ছিলেন কেষ্ট। ২০২২ সালের ১১ই আগস্ট গরু পাচার মামলায় গ্রেফতারের পরও অনুব্রত পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল তৃণমূল।

ট্রেনে হঠাৎ ধোঁয়া, আতঙ্ক যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুরী শালিমার এক্সপ্রেসে ধোঁয়া দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ালো। সোমবার সকাল আনুমানিক পৌনে ১০টা নাগাদ আন্দুল লেবেল ক্রসিং এর কাছে ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। রেলের ভাষায় যা ব্রেক বাইন্ডিং। আন্দুল স্টেশন ছেড়ে লেবেল ক্রসিং এর ১৭ নম্বর পোলের কাছে ট্রেনের ব্রেক থেকে ধোঁয়া ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। আতঙ্কে যাত্রীরা অনেকে নেমে পড়েন। ঘটনাস্থলে রেলের ইঞ্জিনিয়াররা এসে ব্রেক মেরামতি করার পর ট্রেন ফের চালু হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের দাবি, বড় কোনও দুর্ঘটনা নয়। রেলের পরিভাষায় ব্রেক বাইন্ডিং হয়েছিল। এটা খুবই কমন একটি ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক রিলিজ করে দেওয়া হয়।যাত্রীরা সবাই নিরাপদেই আছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চলন্ত বাসে দাউদাউ করে আগুনে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: সোমবার রাতে ডুয়ার্সের বানারহাট থেকে জলপাইগুড়ি গামী একটি এনবিএসটিসি বাসে আচমকাই আগুন লেগে যায়। সুত্রের খবরে জানা গেছে যাত্রী বোঝাই ওই বাসটির ইঞ্জিন গরম হয়ে যায়। ফলে আগুন লেগে যায়।আচমকাই চলন্ত বাসে দাউদাউ করে আগুন দেখতে পেয়ে চালক গাড়ি থামিয়ে দেয়। এরপর যাত্রীরা যে যার মতো ছুটে পালায়। আগুনের দৃশ্য দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা আগুন নেভাবার পাশা দমকল দপ্তরে খবর দেয়। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থেকে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। এরপর তারা আগুন নেভায়। হতাহতের কোনও খবর নেই।

শোকের আবহে হিন্দু মহিলার সৎকারে কাঁধ মেলালেন মুসলিমরাও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ২৬ বছরের অতিথির মৃত্যুতে শোকের ছায়া মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর গ্রামে। ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এক সাথে অতিথির দেহের সৎকার্য করলেও এখন পর্যন্ত গ্রামের কোন মানুষের মন থেকে শোক যায়নি।

১৯৯৭ সালের কোন এক মাসে হঠাৎ দেখা যায় একজন ব্যক্তিকে মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর গ্রামে। না বলতে পারে নিজের নাম, না বলতে পারে বাড়ির ঠিকানা।

স্থানীয়রা একাধিকবার তার সঠিক পরিচয় জানার চেষ্টা করলেও সঠিক ঠিকানা না পাওয়ার জন্য সেই সময় থেকে জদুপুর গ্রামেই থেকে যায়।

এরপর কয়েক মাস পর শুধু নিজের নাম বলতে পারে এবং তার নাম বলে দুর্গা, কথাবাত্রা হিন্দিতেই বলত। গ্রামের লোকেরা একটি ছোট্ট ঘর করে দেয়। সেখানেই তার আস্তানা গড়ে ওঠে। প্রতিদিন লোকের দেওয়া খাবার খেয়েই তার জীবনযাত্রা এগিয়ে চলে। দুর্গার স্বভাব চরিত্র ছিল স্বাভাবিক, জামাকাপড় থেকে চুল দাড়ি কাটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল গ্রামের লোকজনের উপর। হঠাৎ কয়েকদিন আগে অসুস্থ হওয়ার কারণে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়। এই খবর গ্রামে পৌঁছাতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে মৃতদেহ দেখার ভিড় উপচে পড়ে।

গ্রামের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একত্রে হয়ে ভবঘুরে দুর্গার মৃতদেহ হিন্দু রীতিমতো দাহ করা হয় সদল্লাপুর মহাশ্মশানে।

গ্রামের মানুষদের কথায় , পরবর্তীতে হিন্দু শাস্ত্রের মতেই শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান উভয় সম্প্রদায় একত্রে মিলেই সংকার হবে। সেখানে মুসলমানদের সাথে নিয়ে সম্প্রীতি নজির বহাল রাখা হবে বলে গ্রামবাসীরা জানান।

দক্ষিণ দিনাজপুরে তৃণমূলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে বদল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে দলের সংগঠনকে মজবুত করতে রদবদল তৃণমূল কংগ্রেসে। রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাংগঠনিক রদবদলের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও করা হয়েছে রদবদল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতি করা হয়েছে সুভাষ ভাওয়াল কে। সদ্য প্রাক্তন হওয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মৃণাল সরকারের জায়গায় তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একই ভাবে রদবদল করা হয়েছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান পদেও। নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডলকে। নিখিল সিংহ রায়ের পরিবর্তে তাঁকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসেরের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলার সাংগঠনিক রদবদল করা হয়। সেখানেই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান হিসেবে তোরাফ হোসেন মন্ডল ও সভাপতি হিসেবে বংশীহারী ব্লকের দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ ভাওয়াল এর নাম উঠে আসে।

থানার কালীপুজোর থিম কৈলাসে মহাদেব বন্দনা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: "কৈলাসে মহাদেব বন্দনা" থিম ও অভিনয় করে শুরু হল গলসি থানায় কালীপুজো। স্বাভাবিকভাবেই ওই থিম বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। যার জেরে সন্ধা থেকেই হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন থানায়। এবারে মুল মন্দিরে পুজো চলার সাথে সাথে স্থানীয়দের মনরঞ্জন দিতে ভিন্ন এক আয়োজনের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। থানার প্রবেশ পথের ডান পাশে ছোট্ট পুকুর। যার পূর্ব পাড়ে কৈলাস পর্বতের একটি থিম সাজানো হয়েছে। যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ও কণ্ঠ দিয়ে মহাদেব বন্দনা তুলে ধরা হয়ছে। সাথে দেবীর আগমনের চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছ। জানাগেছে, থানার মেজবাবু রতন দাসের প্রচেষ্টায় ওই থিম সাজানো হয়েছে। থিমের ব্যাকগ্রাউন্ডে কণ্ঠ দিয়েছান ওসি দীপঙ্কর সরকার ও তার স্ত্রী সুদীপ্তা সরকার। ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডে সুন্দর অভিনয় করে ফুটিয়ে তুলছেন তিনজন সিভিক ভলেন্টার। যারা প্রতিদিন দুইতিনবার ওই অভিনয় করে দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করছেন। রবিবার ওই থিম এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহ রায়, উপস্থিত ছিলেন সিআই সাধন ব্যানার্জী। ওইদিন সকাল থেকে এলকার অঙ্কন শিল্পীদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা করা হয়। তাছাড়া এলাকার বহু মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

গলসি থানা গ্রামরক্ষা বাহিনীর সম্পাদক সেলিম মন্ডল বলেন, এবারে কালিপুজো সত্যিই আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। যা সকলের ভাল লাগবে। এমন সুন্দর চিন্তা ভাবনার জন্য বড় বাবু ও মেজবাবুকে ধন্যবাদ। দর্শনার্থী অঞ্জন সাম বলেন, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে থানার আলোকসজ্জা খুব ভালো লাগছে। তাছাড়া কুড়ি মিনিটের ওই থিম দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা বাস্তব দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে।

বিদ্রোহী কবির গানের সুরকে বিকৃত করায় প্রতিবাদ কলকাতার রাজপথে

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: হিন্দি সিনেমার পরিচালক রাধাকৃষ্ণ মেনন 'পিপ্পা' সিনেমায় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিখ্যাত বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটি ব্যবহার করেছেন।সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অস্কার জয়ী এ আর রহমান। সঙ্গীতটির মূল সুর বদলে দিয়ে এ আর রহমান নিজের মতো করে সুরারোপ করেছেন এই সিনেমায়। এইভাবে সুর বিকৃত করায় নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র।এই ছবি রিলিজের পর থেকেই রহমানকে নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই।যাঁর একটা সুরারোপ ঘিরে এত বিতর্ক এত নিন্দা, সেই রহমান কেন এখনও নির্বাক? প্রশ্ন তুলেছেন শিল্পীমহলের একাংশ।

এই বিতর্কের মাঝে বিরোধিতায় ময়দানে নেমে পড়ল হেরিটেজ বেঙ্গল। সংগঠনের কর্মকর্তা তথা রাজ্যসভার সদস্য সুখেন্দু শেখর রায়ের নির্দেশে সোমবার নজরুল মঞ্চে নজরুল মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পার্থ চন্দ, কার্যনির্বাহী সভাপতি হিরণলাল মজুমদার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর মৌসুমী দাস, গায়ক গিরীন চক্রবর্তী সহ আরও অনেক বিশিষ্টজনেরা।

বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার শীর্ষে হাজী নুরুল ও সরোজ

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের আগে গুটি সাজাতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক জেলার রদবদল শুরু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের ভেরিফাইড মেটা (ফেসবুক) পেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে রদবদলের তালিকা। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৈরি হওয়ার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক শেখ হাজী নুরুল ইসলাম এবং সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে প্রকাশিত হওয়া তালিকায় দেখা গেছে বড়সড় রদবদল। এ যেন উলাট পুরান। এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বিধায়ক শেখ হাজী নুরুল ইসলাম। প্রসঙ্গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার ৭টি বিধানসভার মধ্যে সব কটিতেই জয় লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস শেখ হাজী নুরুল ইসলাম

এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বসিরহাট জেলায় যথেষ্ট ভালো ফল করে। তারই ফলস্বরূপ তৃণমূল কংগ্রেস ফের বসিরহাট জেলার দায়িত্বে রাখলেন শেখ হাজী নুরুল ইসলাম ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তবে শেখ হাজী নুরুল ইসলামের জায়গা অর্থাৎ বসিরহাট জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান হলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গা অর্থাৎ বসিরহাট জেলা তৃণমূলের সভাপতি হলেন শেখ হাজী নুরুল ইসলাম। নব নির্বাচিত বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হাজী নুরুল ইসলাম তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেকেন্ড ইন্ড কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,"দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি যেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পারি তার দিকে নজর রাখবো।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ভাবে আমি এবং সরোজ ব্যানার্জি দলকে যে জয় উপহার দিয়েছি। আগামী দিনে যেন এরকম জয় অব্যাহত রাখতে পারি তার দিকে নজর রাখবো।"

পাশাপাশি তিনি জানান, "আগামী লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীকে ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ ভোটে জয়লাভ করিয়ে দলকে উপহার দেব।"

প্রথম নজর

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌর এলাকার এক শ্রমিকের। মাস চারেক আগে বাড়ি থেকে দিল্লীতে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হলো শ্রমিক যুবকের। মৃত ওই শ্রমিকের নাম সফিকুল শেখ।(১৮)। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষীনগর। সোমবার সকালে মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ধুলিয়ান পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষীনগর থেকে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে দিল্লীর গুজ্জাররোড সাইদরা এলাকায় যান সফিকুল শেখ নামে ওই যুবক। আগামী ১৫ তারিখ বাড়ি ফেরার কথা ছিলো তার। পরিবারের সদস্যরা জানান, হঠাৎ রবিবার রাতে খবর আসে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে সফিকুলের। এদিকে রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়ে পরিবারের একমাত্র ছেলের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের জন্য ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়ে মৃত্যুর পরেই সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন মৃত শ্রমিকের বাবা মা।

আল মোস্তফা মিশনের ছাত্রীদের অঙ্গীকার: বড় সায়েন্টিস্ট হতে হবে

নাফিসা ইসমাত ● হাড়োয়া

আপনজন: স্বপ্ন দেখলে বড় স্বপ্ন দেখো। কেন হতে পারবেনা, তোমাদের মধ্যে কেউ সায়েন্টিস্ট বা বড় প্রশাসক! যেমনটি বলতেন বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম, 'ওই স্বপ্ন নয়, যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, বরং সেই স্বপ্ন দেখো, যা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না।'

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মালতীপুরে আল মোস্তফা মিশনের ছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জিবিত করে সামনে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক প্রস্তুতির কথা বলছিলেন গণিতের বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক। ছাত্রীরাও সমস্বরে শিক্ষকের সঙ্গে প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, 'আমরাও প্রস্তুত'।

বিদ্যালয়ের পুজোর ছুটির দিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেরিয়ে পড়ছেন এই সমস্ত মিশন বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। উদ্দেশ্য একটাই, সামনে তাদের বোর্ড পরীক্ষা, মনোবল ঠিক রেখে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে তাদের সাহায্য করা। এছাড়াও প্রশ্ন বাছতে শেখা, কত নম্বরের জন্য ঠিক কতটুকু লিখতে হয় তা শেখা, টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা বড় বিষয়, সে সম্পর্কে সজাগ হওয়া, এ সমস্ত বিষয়ে যাতে মিশন বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে, তার জন্যই পূজোর ছুটিতে বসে না থেকে, যেখান থেকে আমন্ত্রণ আসছে সামর্থ্য অনুযায়ী সেখানে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা, সঙ্গে আছেন নবীনরাও, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

এদিন আল মোস্তফা মিশনে টেস্ট পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ইংরেজি ক্লাস করলেন স্বনামধন্য শিক্ষক মোস্তফা হাবিব, পদার্থবিদ্যার ক্লাস নিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক পলাশ ঘোষ এবং গণিতের ক্লাস নিলেন ঐতিহ্যশালী হরিনাভি স্কুলের শিক্ষক নায়ীমুল হক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সেখ আহাসান আলী এবং সিকান্দার মন্ডল। তাঁরাও কথা বললেন বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রী এবং শিক্ষক ও ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। ছাত্রীরা জানালো খুব খুশি হয়েছে তারা সমস্ত ক্লাস পেয়ে। তাদের বক্তব্য, 'এ ধরনের ক্লাসের আয়োজন মাঝে মধ্যে হলে আমরা উপকৃত হব এবং অনুপ্রাণিতও হবো। আসন্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় একেবারে পাখির চোখের মতো আমাদের লক্ষ্য থাকবে সর্বোচ্চ নম্বর তুলে আনা।'

বোর্ড পরীক্ষার আগে প্রতিটি বিষয়ের মক টেস্ট, মাঝে-মধ্যে মোটিভেশনাল ক্লাস-এর আয়োজন করার আরো পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী এবং গণিত এবং পদার্থবিদ্যার শিক্ষকেরা। তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন সম্পাদক ও বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক আর্শাদুর রহমান। দৃশ্যত খুবই সন্তুষ্ট সভাপতি আবুল খায়ের চৌধুরী।

কালীপুজো-য় রক্তদান শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: কালীপুজো উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন হল উলুবেড়িয়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের হাটগাছা-১নং অঞ্চলের খড়িয়া ময়নাপুরে। এদিনের এই রক্তদান শিবির রক্তদান উৎসবে পরিনত হয়।প্রায় শতাধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন হাটগাছা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবানী

মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর কুমার মহল, শিক্ষক অজিত কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

নদিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে গুরুত্ব বাড়ল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া তৃণমূলে গুরুত্ব বাড়ল মহুয়া মৈত্র কৃষনগর জেলা সাংগঠনিক সভাপতি করা হল।সেই সঙ্গে দায়িত্ব বাড়ল চাপড়া বিধানসভার বিধায়ক রুকবানুর রহমানের আগামী লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এখন থেকে ময়দানে নামতে হবে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে অন্যান্য জেলার পাশাপাশি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনিক রদবদল হল নদিয়ায়। নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি নির্বাচিত হলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত সাংসদ তথা লড়াকু নেত্রী মহুয়া মৈত্র।চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন চাপড়া বিধায়ক রুকবানের রহমান।পূর্বে মহুয়া মৈত্র করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচন হয়েছিল।পরে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী নির্বাচন করে তৃণমূল।পরে নির্বাচনে জয়লাভের পর কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোনীত হন মহুয়া মৈত্র। রুকবানুর রহমান চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিট নির্বাচিত হয়ে বিধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।পাশাপাশি দীর্ঘদিন তিনি চেয়ারম্যান দায়িত্ব সামনে ছিলেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে ফির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দেবাশীষ গাঙ্গুলী। চেয়ারপার্সন হিসেবে মনোনীত হয়েছেন শিপ্রা দাস। সাংগঠনিক রদবদলের প্রসঙ্গে নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার নবনির্বাচিত চেয়ারপার্সন তথা চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান জানান,দলীয় নির্দেশে এরআগে ব্লকের দায়িত্ব পালন করেছি।এবার দল আমাকে আরো বড় দায়িত্ব দিয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার মধ্যে দিয়ে বিরোধী শক্তিকে পিছনে ফেলে দলের মনোনীত প্রার্থীকে কৃষনগর লোকসভা কেন্দ্র প্রার্থীকে বিপুল সংখ্যক ভোটের বিনিময়ে জয়যুক্ত করাটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘ বিধানসভা গুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পাখির চোখ গত লোকসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

তৃণমূল দলকে চালাচ্ছে বিডিও ও পুলিশ, অভিযোগ কংগ্রেসের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: 'একদিকে দিদি অপরদিকে মোদি।এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে কংগ্রেস। তৃণমূলের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, এই দলটিকে চালাচ্ছে পুলিশ ও বিডিওরা।'সংবর্ধনা সভায় বিস্ফোরক কংগ্রেস। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লকের মশালদহ, দৌলতপুর ও ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী ও পরাজিত পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী সদস্যদের নিয়ে কোরিয়ালী বাজারে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।এদিন ফুলের মালা,উত্তরীয় ও গোলাপ ফুল দিয়ে সকলকে সংবর্ধনা জানানো হয়।সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক আলম, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী ও কংগ্রেস নেতা মহম্মদ মুসলিম সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা। মুস্তাক আলম জানান,পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পুলিশ ও বিডিওকে নিজেদের মতো করে কাজে লাগিয়েছিল।তাই তৃণমূল কংগ্রেস একাধিক পঞ্চায়েত গুলো দখল করতে পেরেছে। তৃণমূলের ভয়ে বাম কংগ্রেস জোটের নির্বাচিত সদস্যদেরকে শিবির করে গোপনভাবে থাকতে হয়েছিল। সেখানেও তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। জিয়াউর রহমান চৌধুরী জানান,২৮ আসন বিশিষ্ট মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ১৯ টি আসনে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করেছে।তাই মশালদহ সহ ভালুকা ও দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী ও পরাজিত পঞ্চায়েত সদস্যদের কে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল আস্থা রাখল অপূর্ব-রবিউল খলিলুর-জাকিরে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার দুই সাংগঠনিক জেলায় বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। অপসারণ করা হয়েছে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শাওনি সিংহ রায় কে, তার জায়গায় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকারকে।

অপূর্ব সরকারের জায়গায় জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে।

পাশাপাশি জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমানকে বহাল রাখা হলেও চেয়ারপার্সন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডলের জায়গায় জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাশাপশি শাওনী সিংহ রায় এবং কানাই চন্দ্র মন্ডলকে রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

অপূর্ব সরকার বলেন, 'দল যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর দিয়েছে, আমি নয় বরং আমরা সবাই একসঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করবো।'

বেশ কিছুদিন ধরে জেলা তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে বারংবার, তাই কি এই রদবদল? নাকি আগামী ২৪ -এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করতে সাংগঠনিক রদবদল। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাস্তার পাশে উদ্ধার মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: রাস্তার পাশে একটি মৃত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।সোমবার সাত সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নং ব্লকের বারা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ভবানীপুর গ্রামের ৫৫ বছর বয়সী মৃতের নাম মহামিন সেখ। স্থানীয়দের কথায় বছর তিনেক আগে উত্তর রামপুর গ্রামে শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন।

সেই সঙ্গে এলাকায় সাইকেলে ভাঙা চুরো কেনা বেচার ব্যাবসাও করতেন। সোমবার সকালে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন রাস্তার পাশে স্থানীয়রা মৃতদেহটি অক্ষত অবস্থায় দেখতে পান। তবে এমন মৃত্যুর ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন।

খবর পেয়ে নলহাটি থানার লোহাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে মৃত দেহটি সনাক্ত করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কী কারণে এই ব্যক্তির মৃত্যু তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ

ইতিহাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সিদ্দিকুল্লাহর এবার আন্দামান সফর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ইতিহাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সাউথ আন্দামান পোর্ট ব্লেয়ারে চললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশিষ্ট মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তার সঙ্গী হয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা জমিয়তের সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ ও জমিয়ত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মাওলানা হাসানুজ্জামান। সাউথ আন্দামানের মসজিদে ইত্তেহাদুল এর অনুষ্ঠানে তারা যোগ দেবেন । স্বাধীনতার বহু ইতিহাস আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের কারাগারে বন্দি আছে। বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে ঐখানে কারারুদ্ধ করে রাখা হতো। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস মুছে ফেলা হচ্ছে। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন আন্দামানের জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সংগঠন আছে তাদের নেতৃত্বদের নিয়ে অনুসন্ধান করা হবে ইতিহাসের। মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস কে মুছে ফেলা হচ্ছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে যারা রক্ত ঝরিয়েছেন জেল খেটেছেন ইতিহাসের পাতা থেকে তাদেরকে মুছে ফেলা হচ্ছে সেই ইতিহাস পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই তাদের এই সফর বলে জানা গেছে। তিন দিনের এই সফর সেরে তারা আবার বাংলায় ফিরে আসবেন।

শ্যামাপুজো দেখতে ধূপগুড়ির মণ্ডপগুলিতে উপচে পরা ভিড়

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন:শ্যামাপূজার দ্বিতীয় দিনে উপচে পরা ভিড় ধূপগুড়ির প্রতিটি পুজো মন্ডপে। বিকেল থেকেই দর্শনার্থীরা লাইন দিয়েছেন পূজা মন্ডপের বাইরে। শহর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ধূপগুড়ি শান্তি সংঘ ক্লাবের শ্যামাপূজো ৬৫ বছরে পদার্পণ করেছে। এবারের পূজোর থিম "ঈশ্বর প্রাপ্তি"। ঈশ্বর কিভাবে প্রাপ্তি হয়। কোথায় কোথায় ঈশ্বর বিরাজমান সেই সমস্ত দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পূজা মন্ডপে। বাশ, প্লাই, শুকনো গাছের ডাল, এই সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে পূজা মন্ডপ। একসময় মহাপুরুষ ছিলেন তারা কিভাবে তপস্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি করেছিলেন। সেই সব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পূজা মন্ডপে। পূজা মন্ডপ উদ্বোধনের পর থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়েছে পুজো মন্ডপে।

অন্যদিকে ধূপগুড়ির বিগ বাজেটের এসটিএস ক্লাব বরাবর উত্তরবঙ্গের পূজো গুলিকে টেক্কা দিয়া থাকে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ধূপগুড়ি এসটিএস ক্লাবের পূজো এবছর ৫৩ বছরে পদার্পণ করেছে। এবারে পূজোর থিম সিকিমের নামচির চারধাম মন্দির। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিগ বাজেটের কালীপূজো করে থাকে ধূপগুড়ি এসটিএস ক্লাব। সিকিমের চারধাম মন্দিরের আদলেই তৈরি করা হয়েছে পূজা মন্ডপ। সেভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মন্ডপ টিকে। ফাইবার সিট, কাঠ, বাশ, প্লাইউডের ব্যাবহারে তৈরী হয়েছে পূজা মন্ডপে। গোটা পূজা মন্ডপের মধ্যে তিনটি মন্দির ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনের পর থেকেই পূজা মন্ডপে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। দূর দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা কালী পূজার আগে থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ধূপগুড়ির পূজা মন্ডপ গুলিতে।

ধূপগুড়ি শহীদ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের শ্যামা পুজা ৩৫ বছরে পদার্পণ করেছে।

৫০টি তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেন মুজিবুর রহমান

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: তথ্যচিত্র জগতে বিশেষ ভূমিকা রাখা চিত্রকার মুজিবুর রহমান "নিজের জন্মদিনে সংবর্ধিত হতে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অডিটোরিয়ামে। দা বেঙ্গল সিনে সোসাইটি উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর দুপুর ২ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও প্রকাশ হতে যাচ্ছে মুজিবুর রহমান-এর ৫০ টি তথ্যচিত্র।

মুজিবুর রহমান ২০০৩ সাল থেকে তথ্যচিত্র জগতে পদার্পণ করেন প্রকাশ করেন - বেগম রোকেয়া, রবীন্দ্রনাথ, হাজী মোহাম্মদ মহসিন, এ. কে ফজলুল হক এই রকম ৫০ এর অধিক তথ্যচিত্র, বাস্তব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন জালিওনাবাগের, পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাস, লিখেছেন জি বাংলার জন্য ৬০ টি এপিসোডের সিরিয়াল। সোমবার পার্ক সার্কাসের শাহিন মেনশানে

"দা বেঙ্গল সিনে সোসাইটির উদ্যোগে মুজিবুর রহমান-কে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কে. এ মোহিত, প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি" শ্যামল কুমার সেন, শিক্ষাবিদ সন্তোষ কুমার দাস, কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান, নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, রাজ্য সভার সাংসদ নাদিমুল হক, প্রফেসর সুজিত বোস, প্রফেসর নেইল ফ্রাসের ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইন্দাসের সাঁতরাবাড়ির বড় বৌমা পূজিত হলেন কালীর বেশে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইন্দাসের সাঁতরা বাড়ির বড় বৌমা পূজিত হলেন মা কালীর বেশে , প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছে এই রীতি । গলায় রক্ত জবা কপালে লাল চন্দন এই বেশেই পূজিতা হন মা মুন্ডমালিনী। হ্যাঁ ঠিক এরকমই দেখতে অভ্যস্ত মায়ের ভক্তরা। কিন্তু এক্ষেত্রে মা কালী কোন চিন্ময়ী রূপের নন, মা সাক্ষাৎ জীবন্ত।যেখানে মন্ডপে মন্ডপে বা বিভিন্ন পারিবারিক পুজোতে দেবী কালীর মূর্তি পুজো করা হয়।সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের মির্জাপুরে সাঁতরা বাড়িতে মুর্তির পরিবর্তে বড় বৌমাকে কালীর আসনে বসিয়ে পূজিত হতে দেখা গেলো। বছরের পর বছর হয়ে আসছে এই আচার। রীতি অনুযায়ী সাঁতরা পরিবারের বড় বৌমাকে গলায় রক্ত জবা এবং কপালের লাল চন্দনের তিলক দিয়ে সাজাতে দেখা গেল। তারপর শুরু হলো একেবারে শাস্ত্রমতে পুজো পাঠ। আর এই জীবন্ত দেবীর পুজো অর্চনা দেখতে দূর দুরান্ত থেকে ভিড় জমালেন অসংখ্য মানুষ।

পূর্বপুরুষেরা ,এখন অবশ্য পাকাপোক্ত মন্দির তৈরি হয়েছে, সেখানেই চললো দেবীর আরাধনা। এই সাঁতরা পরিবারের বর্তমানের বড় গৃহবধূ হীরা বালা সাঁতরা গত ৩৮ বছর ধরে মা কালি রূপে পূজিতা হয়ে আসছেন, এবারেও তার অন্যথা হলো না।।তাঁকে দেবীর আসনে বসানোর পর,পুরোহিত তাকে দেবী রূপেই পুজো করলেন।

এই পরিবারের জামাই শ্যামল সাঁতরা জানান, "দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে এই পূজো হয়ে আসছে,পরিবারের সব সদস্যরা বিভিন্ন কাজ কর্মের সাথে যুক্ত হওয়ায় আগের তুলনায় আড়ম্বর আরো বেশি হচ্ছে,এই পুজোকে কেন্দ্র করে আশেপাশের সকল মানুষ মেতে ওঠেন"।

এই পরিবারের কন্যা প্রীতিকণা সাঁতরা জানান," আমরা ছোটবেলা থেকেই এই রীতি দেখে আসছি আমার জন্মযাত্রী মা কালি রূপে পূজিত হয়,এই পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের খুবই আনন্দ উপভোগ হয়"। আগামী দিনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই রীতি পালন হয়ে আসবে বলেই জানালেন পরিবারের সদস্যরা।

শব্দবাজি ফাটানোয় ধৃত ২৭৩জন

আপনজন ডেস্ক : রবিবার রাতে শব্দ দানব রুখতে কলকাতা শহরে ৫ হাজার পুলিশকর্মী রাস্তায় নেমেছিল। রাতভর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেআইনি শব্দ বাজি ফাটানোর অভিযোগে ২৭৩ জনকে গ্রেফতার করে। লালবাজারে দাওয়াত অর্থ অনুযায়ী রবিবার গোটা শহরে মোট ৪৪৪ জন গ্রেপ্তার হয়। আটক হয় প্রায় ৪১৪ কেজি বেআইনি শব্দ বাজি। সারারাত শব্দ দানব ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের লুকোচুরি খেলা চলে । কালীপুজোর রাতে অশোভন আচরনের দায় ১৭১ জনকে কলকাতা শহরের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার সন্দেহ তেই লালবাজার থেকে একাধিক মোটরসাইকেল, টাটা সুমো ও অ্যাম্বাসেডর গাড়ি নিয়ে সাদা পোশাকে পুলিশ ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। বহুতল সহ আবাসনগুলির ওপরে ছিল কড়া নজরদারি।

মাধ্যমিক ২০২৪
টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের ‘আপনজনে’ প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

ইতিহাস

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

বিভাগ—ক

১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: ১ × ২০ = ২০

১.১ ভারতে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সূচনা করেছিলেন—
(ক) রণবীর চক্রবর্তী, (খ) বিপান চন্দ্র, (গ) রণজিৎ গুহ, (ঘ) ইরফান হাবিব।

১.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদনা করেছিলেন—
(ক) বঙ্গাদর্শন পত্রিকা, (খ) বামাবোধিনী পত্রিকা, (গ) দেশ পত্রিকা, (ঘ) সোমপ্রকাশ পত্রিকা।

১.৩ ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন—
(ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (খ) মধুসূদন রায়, (গ) গিরীশচন্দ্র ঘোষ, (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র।

১.৪ প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থক একজন শিক্ষাবিদ হলেন—
(ক) আলেকজান্ডার ডাফ, (খ) রামমোহন রায়, (গ) ডেভিড হেয়ার, (ঘ) কোলব্রুক।

১.৫ ‘ব্রহ্মানন্দ’ নামে পরিচিত ছিলেন—
(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) কেশবচন্দ্র সেন, (গ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ঘ) রাধাকান্ত দেব।

১.৬ ভারতীয় বনবিভাগের সূচনা হয়েছিল—
(ক) ১৮৬২ খ্রি., (খ) ১৮৬৩ খ্রি., (গ) ১৮৬৪ খ্রি., (ঘ) ১৮৬৫ খ্রি.।

১.৭ ‘খুঁৎকাঠি প্রথা’ প্রচলিত ছিল—
(ক) কোলদের মধ্যে, (খ) ভীলদের মধ্যে, (গ) সাঁওতালদের মধ্যে, (ঘ) মুন্ডাদের মধ্যে।

১.৮ মহাবিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন—
(ক) লর্ড ক্যানিং, (খ) লর্ড ডালহৌসি, (গ) লর্ড বেন্টিঙ্ক, (ঘ) লর্ড লিটন।

১.৯ ‘বর্তমান ভারত’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—
(ক) সঞ্জীবনী পত্রিকায়, (খ) বঙ্গাদর্শন পত্রিকায়, (গ) উদ্বোধন পত্রিকায়, (ঘ) প্রবাসী পত্রিকায়।

১.১০ ‘ভারতমাতা’ চিত্রে ভারতমাতার হাতের সংখ্যা—
(ক) ২টি, (খ) ৩টি, (গ) ৫টি, (ঘ) ৪টি।

১.১১ ভারতের হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং-এর উদ্ভাবক ছিলেন—
(ক) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, (খ) জেমস হিকি, (গ) ওয়ারেন হেস্টিংস, (ঘ) সুকুমার রায়।

১.১২ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন—
(ক) অরবিন্দ ঘোষ, (খ) রাসবিহারী ঘোষ, (গ) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (ঘ) তারকনাথ পালিত।

১.১৩ রম্পা বিদ্রোহ হয়েছিল—
(ক) কেরলে, (খ) পাঞ্জাবে, (গ) অন্ধ্রপ্রদেশে, (ঘ) মহারাষ্ট্রে।

১.১৪ ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল—
(ক) মাদ্রাজে, (খ) দিল্লিতে, (গ) কলকাতায়, (ঘ) লাহোরে।

১.১৫ নীচের নামগুলির মধ্যে বেমানান হল—
(ক) মানবেন্দ্রনাথ রায়, (খ) অবনী মুখার্জী, (গ) সি. মার্টিন, (ঘ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১.১৬ প্রথম বয়কট আন্দোলনের ডাক দেন—
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু, (খ) চিত্তরঞ্জন দাশ, (গ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১.১৭ কল্পনা দত্তকে ‘অগ্নিকন্যা’ নামে অভিহিত করেছিলেন—
(ক) সূর্য সেন, (খ) গণেশ ঘোষ, (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঘ) লীলা নাগ (রায়)।

১.১৮ ‘সত্যশোধক সমাজ’ গঠন করেছিলেন—
(ক) জ্যোতিবা ফুলে, (খ) মহাত্মা গান্ধি, (গ) আম্বেদকর, (ঘ) রামস্বামী নাইকার।

১.১৯ ‘নেহরু-লিয়াকত চুক্তি’র অপর নাম—
(ক) বোম্বে চুক্তি, (খ) দিল্লি চুক্তি, (গ) লাহোর চুক্তি, (ঘ) মাদ্রাজ চুক্তি।

১.২০ ‘A Train to Pakistan’ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন—
(ক) ভি. পি. মেনন, (খ) অমৃতা প্রীতম, (গ) খুশবন্ত সিং, (ঘ) আবুল কালাম আজাদ।

বিভাগ—খ

২. যে কোনো ষোলোটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে): ১ × ১৬ = ১৬

উপবিভাগ: ২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও: ১ × ৪ = ৪

২.১.১ ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
২.১.২ ‘কাঙাল হরিনাথ’ নামে কে পরিচিত ছিলেন?
২.১.৩ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
২.১.৪ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

উপবিভাগ: ২.২ ঠিক বা ভুল নির্ণয় করো: ১ × ৪ = ৪

২.২.১ লেখ্যাগারে সরকারি নথি সংরক্ষিত করা হয়।
২.২.২ ‘যত মত তত পথ’ বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি।
২.২.৩ হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে।
২.২.৪ বঙ্গাভাষা প্রকাশিকা সভা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি।

উপবিভাগ: ২.৩ ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও: ১ × ৪ = ৪

	‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
২.৩.১	চার্লস উইলকিনস	১. হেমচন্দ্র ঘোষ
২.৩.২	একা আন্দোলন	২. আজাদ হিন্দ ফৌজ
২.৩.৩	ঝাঁসির রানি বাহিনী	৩. বাংলার গুটেনবার্গ
২.৩.৪	বেঙ্গাল ভলান্টিয়ার্স	৪. মাদারি পাসি

উপবিভাগ: ২.৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও নাম লেখো: ১ × ৪ = ৪

২.৪.১ মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা।
২.৪.২ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কেন্দ্র— ঢাকা।
২.৩.২ মহাবিদ্রোহের একটি কেন্দ্র— ঝাঁসি।
২.৪.৪ দেশীয় রাজ্য—জুনাগড়।

উপবিভাগ: ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো: ১ × ৪ = ৪

২.৫.১ বিবৃতি: উডের ডেসপ্যাচ ছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি মহাসনদ।
ব্যাখ্যা ১. উডের ডেসপ্যাচের মাধ্যমে ভারতে শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ২. এর মাধ্যমে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩. এর মাধ্যমে ভারতে শিক্ষাপ্রসারের একটি সুস্পষ্ট নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

২.৫.২ বিবৃতি: দুদু মিঁয়ার মৃত্যুর পর ফরাজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।
ব্যাখ্যা ১. এই আন্দোলন নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল।
ব্যাখ্যা ২. নোয়া মিঁয়া এই আন্দোলনকে ধর্মীয় লক্ষ্যে গড়ে তোলেন।
ব্যাখ্যা ৩. ব্রিটিশরা তীব্র দমননীতি গ্রহণ করেছিল।

২.৫.৩ বিবৃতি: আইন অমান্য আন্দোলনে কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল।
ব্যাখ্যা ১. কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি এই আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।
ব্যাখ্যা ২. কৃষকেরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল।
ব্যাখ্যা ৩. কৃষকদের খাজনা মকুবের বিষয়টিকে এই আন্দোলনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

২.৫.৪ বিবৃতি: শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বামপন্থী মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।
ব্যাখ্যা ১. শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির লক্ষ্যে বামপন্থীরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।
ব্যাখ্যা ২. শ্রমিক শ্রেণি বামপন্থী নেতাদের পছন্দ করত।
ব্যাখ্যা ৩. শ্রমিক শ্রেণির জন্য জাতীয় কংগ্রেস কোনো আন্দোলন করেনি।

বিভাগ—গ

৩. দু’টি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো এগারোটি) : ২ × ১১ = ২২

৩.১ খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৩.২ ইতিহাসচর্চায় ইন্টারনেট ব্যবহারের দু’টি অসুবিধা লেখো।
৩.৩ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব কীভাবে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রেখেছিল?
৩.৪ নব্য বেদান্তবাদ বলতে কা বোঝো?
৩.৫ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩.৬ জেমস লঙ্ স্মরণীয় কেন?
৩.৭ জমিদার সভা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
৩.৮ ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উদ্দীপ্ত করেছিল?
৩.৯ ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের কী সম্পর্ক ছিল?
৩.১০ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার দু’টি ত্রুটি লেখো।
৩.১১ মোপলা বিদ্রোহ কী?
৩.১২ কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মসূচি কী ছিল?
৩.১৩ অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
৩.১৪ ‘রশিদ আলি দিবস’ কী?
৩.১৫ পুনর্বাসনের যুগ বলতে কী বোঝো?
৩.১৬ JVP কমিটি কবে, কী উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল?

বিভাগ—ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্নের উত্তর দাও): ৪ × ৬ = ২৪

উপবিভাগ: ঘ.১
৪.১ ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’ কীভাবে বাংলার গ্রামীণ সমাজের চিত্র তুলে ধরেছিল?
৪.২ নারীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উপবিভাগ: ঘ.২
৪.৩ সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ধর্মীয় আবরণে আবদ্ধ ছিল না কেন?
৪.৪ জাতীয়তাবোধের বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাসের অবদান ব্যাখ্যা করো।

উপবিভাগ: ঘ.৩
৪.৫ বিশ শতকের ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বেঙ্গাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
৪.৬ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উপবিভাগ: ঘ.৪
৪.৭ দলিত আন্দোলন বিষয়ে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪.৮ স্বাধীন ভারতে উদ্‌বাস্তু সমস্যার সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?

বিভাগ—ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৮ × ১ = ৮

৫.১ নীল বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৩ + ৫
৫.২ মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৮
৫.৩ একা আন্দোলনের গুরুত্ব কী? অসহযোগ আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৫ + ৩

উত্তর

১.১-গ, ১.২-ক, ১.৩-গ, ১.৪-ঘ, ১.৫-খ, ১.৬-গ, ১.৭-ঘ, ১.৮-ক, ১.৯-গ, ১.১০-ঘ, ১.১১-ক, ১.১২-খ, ১.১৩-গ, ১.১৪-ক, ১.১৫-খ, ১.১৬-ঘ, ১.১৭-গ, ১.১৮-ক, ১.১৯-খ, ১.২০-গ। ২.১.১-দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ২.১.২-হরিনাথ মজুমদার, ২.১.৩-আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ২.১.৪-সূর্য সেন, ২.২.১-ঠিক, ২.২.২-ভুল, ২.২.৩-ঠিক, ২.২.৪-ঠিক। ২.৩.১-৩, ২.৩.২-৪, ২.৩.৩-২, ২.৩.৪-১, ২.৫.১-ব্যাখ্যা ৩, ২.৫.২-ব্যাখ্যা ২, ২.৫.৩-ব্যাখ্যা ১, ২.৫.৪-ব্যাখ্যা ১।

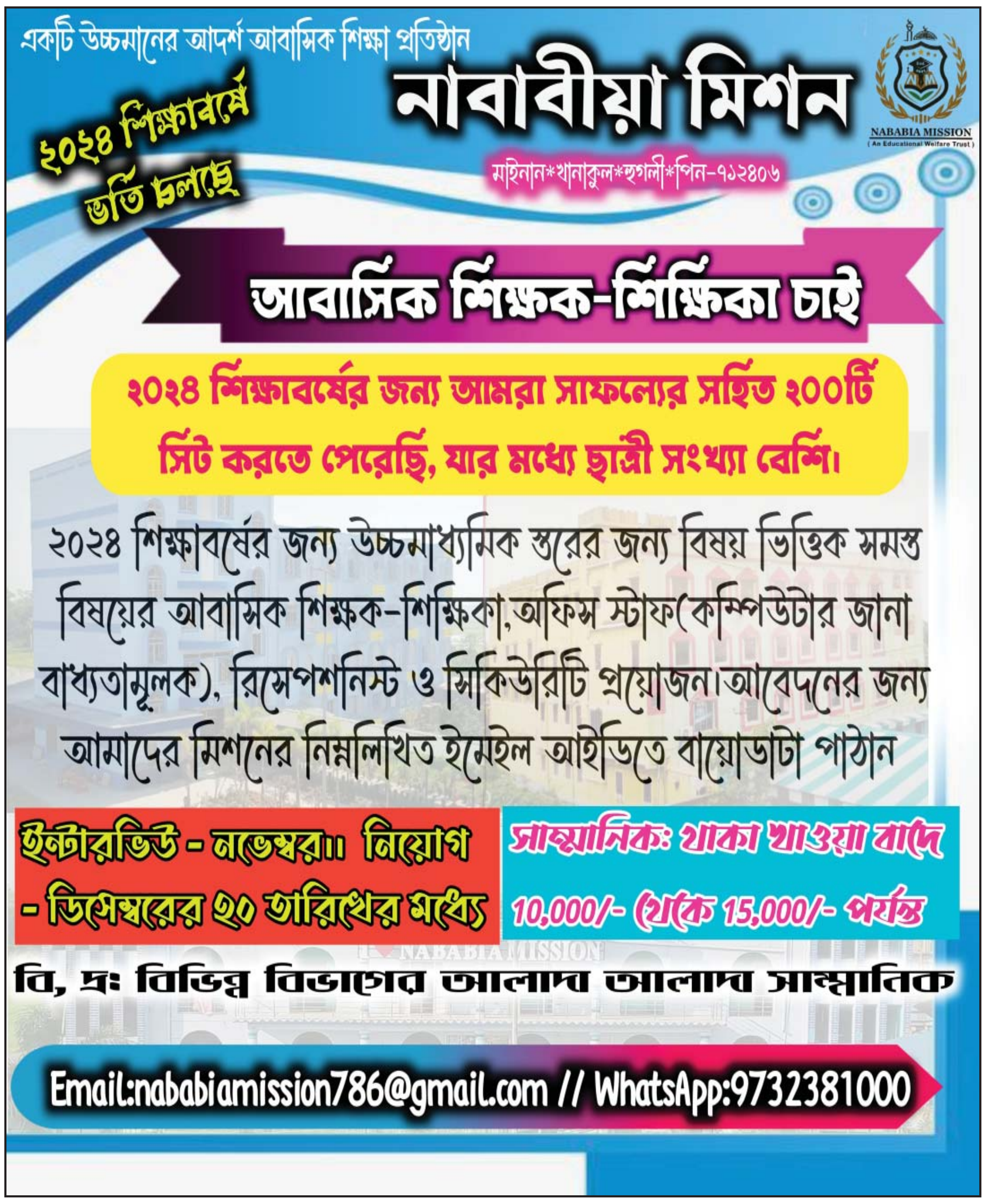

মাধ্যমিকের সেরা প্রস্তুতিতে টেস্ট পেপারের বিকল্প নেই
মাধ্যমিক ২০২৪ মক-টেস্ট পেপারস
৭টি বিষয়ের ৫৭টি প্রশ্নপত্র (সংক্ষিপ্ত উত্তরসহ)
৭টি বিষয়ের ১ সেট মডেল সম্পূর্ণ উত্তরসহ
● সঙ্গে ১০০ পাওয়ার কৌশল
● টাইম ম্যানেজমেন্ট
● প্রশ্ন নির্বাচনের পদ্ধতি
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
033-22417076, 9830493929
প্রতিটি জেলায় এবং স্টেশন সংলগ্ন বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে

মাধ্যমিক ২০২৪

টেস্ট পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের 'আপনজনে' প্রকাশিত হবে প্রতিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ৯০ নম্বরের প্রশ্নপত্র, সঙ্গে দেওয়া থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর। অবশ্য অংকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এগুলি প্রস্তুত করেছেন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

সৌজন্যে - মাধ্যমিক ২০২৪ কথাশিল্প মক টেস্ট পেপারস

ভূগোল

মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ২

বিভাগ—ক

১. বিকল্পগুলির থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো: ১ × ১৪ = ১৪

১.১ বহির্জাত প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি হল—
(ক) ধীর, (খ) মাঝারি, (গ) অত্যন্ত ধীর, (ঘ) দ্রুত গতির।

১.২ অ্যারোসল হল—
(ক) ধূলিকণা, (খ) তুষারকণা, (গ) মেঘ, (ঘ) জলীয় বাষ্প।

১.৩ পৃথিবীর বৃহত্তম মগ্নচড়াটি হল—
(ক) গ্র্যান্ড ব্যাংক, (খ) ডগার্স ব্যাংক, (গ) সবল ব্যাংক, (ঘ) ফিসার ব্যাংক।

১.৪ ওজোন স্তর দেখা যায়—
(ক) ট্রপোস্ফিয়ারে, (খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে, (গ) মেসোস্ফিয়ারে, (ঘ) আয়োনোস্ফিয়ারে।

১.৫ শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি দেখা যায়—
(ক) নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে (খ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে.
(গ) মেরু অঞ্চলে, (ঘ) মরু অঞ্চলে।

১.৬ বানডাকা দেখা যায়—
(ক) তিস্তা, (খ) দামোদর, (গ) অজয়, (ঘ) হুগলি নদীতে।

১.৭ চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য হল—
(ক) সিমেন্ট, (খ) সীসা, (গ) সিরিঞ্জ, (ঘ) ডিমের খোলা।

১.৮ বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—
(ক) ৭টি, (খ) ৯টি, (গ) ৬টি, (ঘ) ৮টি।

১.৯ পশ্চিম ঘাট ও নীলগিরির মধ্যে যে গিরিপথটি অবস্থিত সেটি হল—
(ক) পলঘাট, (খ) ভোরঘাট, (গ) বানিহাল, (ঘ) থলঘাট।

১.১০ মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন কাল হল—
(ক) বর্ষাকাল, (খ) শীতকাল, (গ) হেমন্তকাল, (ঘ) বসন্তকাল।

১.১১ একটি খারিফ শস্যের উদাহরণ হল—
(ক) মিলেট, (খ) গম, (গ) ধান, (ঘ) আলু।

১.১২ রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানাটি—
(ক) পশ্চিমবঙ্গো, (খ) ছত্তিশগড়ে, (গ) ওড়িশায়, (ঘ) মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত।

১.১৩ ২ নং জাতীয় জলপথটি —
(ক) গঙ্গা, (খ) গোদাবরী, (গ) মহানদী, (ঘ) ব্রহ্মপুত্রে গড়ে উঠেছে।

১.১৪ ট্রপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে পাকা সড়কপথ দেখানো হয়—
(ক) কালো, (খ) লাল, (গ) সবুজ, (ঘ) হলুদ রঙে।

বিভাগ—খ

২.১ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ হলে 'শু' এবং অশুদ্ধ হলে 'অ' লেখো (যে কোনো ছয়টি): ১ × ৬ = ৬

২.১.১ অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রক্রিয়াকে একত্রে পার্থিব প্রক্রিয়া বলে।
২.১.২ নদীর জলপ্রবাহের পরিমাপের একক হল কিউসেক ও কিউমেক।
২.১.৩ উচ্চ অক্ষাংশের উপকূলে ফিয়ার্ড দেখা যায়।
২.১.৪ রাসায়নিক বর্জ্য কীটনাশকের প্রভাবে জমি অনুৎপাদক হয়।
২.১.৫ লাক্ষাদ্বীপ এক ধরনের প্রবাল দ্বীপ।
২.১.৬ ঝুম চাষ স্থায়ী কৃষির অন্তর্গত।
২.১.৭ উপগ্রহ চিত্রে বনভূমি লাল রং দেখায়।

২.২ শূন্যস্থান পূরণ করো: (যে কোনো ছয়টি): ১ × ৬ = ৬

২.২.১ ভারতের প্রাচীন ও ব্যস্ততম সড়কপথটি হল ________ ।
২.২.২ পশ্চিমবঙ্গের ________ ভারতের প্রথম কাপড়ের কলটি গড়ে ওঠে।
২.২.৩ দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা ________ নদীকে বলে।
২.২.৪ কঠিন বর্জ্য ফেলার পরিকল্পিত স্থানকে ________ বলে।
২.২.৫ পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে মহাদেশের ________ দিকে বৃষ্টিপাত কম হয়।
২.২.৬ ঘূর্ণাবাতের কেন্দ্রে ________ চাপ বিরাজ করে।
২.২.৭ স্বাভাবিক বাঁধ ________ সঞ্চয় দ্বারা গঠিত হয়।

২.৩ দু-এক কথায় উত্তর দাও: (যে কোনো ছয়টি): ১ × ৬ = ৬

২.৩.১ হিমবাহ দ্বারা ক্ষয়িত ও বাহিত শিলাখণ্ডগুলিকে কী বলে?
২.৩.২ পর্বতের কোন ঢালে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়?
২.৩.৩ দুইটি গ্যাসীয় বর্জ্যের নাম লেখো।
২.৩.৪ আন্নামালাই পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
২.৩.৫ চিনি শিল্প কী ধরনের কাঁচামালভিত্তিক শিল্প?
২.৩.৬ জন বিস্ফোরণ কাকে বলে?
২.৩.৭ R.F. কী?
২.৩.৮ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

২.৪ বামদিকের সঙ্গে ডানদিক মিলিয়ে লেখো: ১ × ৪ = ৪

	বামদিক	ডানদিক
২.৪.১	অপসারণ সৃষ্ট গর্ত	১. জিওস্টেশনারি উপগ্রহ
২.৪.২	ক্যানারি স্রোত	২. মহারাষ্ট্রের মালভূমি
২.৪.৩	ডেকান ট্র্যাপ	৩. বায়ুর কাজ
২.৪.৪	ইনস্যাট - ১৪	৪. শীতল স্রোত।

বিভাগ—গ

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (যে কোনো ছয়টি) [বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়] : ২ × ৬ = ১২

৩.১ মিয়েন্ডার কাকে বলে?
অথবা,
গ্রাবরেখা কী?

৩.২ ওজোন গহ্বর কী?
অথবা,
শৈবাল সাগর কাকে বলে?

৩.৩ বিষাক্ত বর্জ্য কাকে বলে?
অথবা,
দুইটি বিষহীন বর্জ্যের উদাহরণ দাও।

৩.৪ ধ্রিয়ান কী?
অথবা,
লু কাকে বলে?

৩.৫ অনুসারী শিল্পের সংজ্ঞা দাও।
অথবা,
বিশুদ্ধ কাঁচামাল কাকে বলে?

৩.৬ NAEB কী?
অথবা,
জায়িদ শস্য কী?

৩.৭ ব্যান্ড কী?
অথবা,
EMR কী?

বিভাগ—ঘ

৪. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়): ৩ × ৪ = ১২

৪.১ আরোহণ ও অবরোহণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
অথবা,
স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪.২ 'বর্জ্য থেকে সম্পদ' কথাটি যুক্তিসহ বর্ণনা করো।
অথবা,
তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি লেখো।

৪.৩ শহর ও নগরের পার্থক্য উদাহরণসহ লেখো।
অথবা,
জনঘনত্ব ও মানুষ জমির অনুপাতের পার্থক্য লেখো।

৪.৪ ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
অথবা,
উপগ্রহ চিত্রের সাথে ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের তুলনা করে লেখো।

বিভাগ—ঙ

৫. ৫.১ যে কোনো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫ × ২ = ১০

৫.১.১ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন চাপবলয়গুলি চিত্রসহ বর্ণনা করো।
৫.১.২ হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত তিনটি ভূমিরূপ চিত্রসহ বর্ণনা করো।
৫.১.৩ জোয়ার-ভাটার সৃষ্টির কারণগুলি ব্যাখ্যা করো।
৫.১.৪ নিম্নগতিতে নদী কীভাবে ব-দ্বীপ ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

৫.২ যে কোনো দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ৫ × ২ = ১০

৫.২.১ পূর্ব উপকূলের সমভূমি ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমির মধ্যে পার্থক্য লেখো।
৫.২.২ ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করো।
৫.২.৩ ভারতের ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দাও।
৫.২.৪ পশ্চিম ভারত কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্পের একাদেশীভবনের কারণগুলি আলোচনা করো।

বিভাগ—চ

৬. ভারতের প্রদত্ত রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উপযুক্ত নাম ও প্রতীকসহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও: ১ × ১০ = ১০

৬.১ আরাবল্লি পর্বত
৬.২ তাপ্তি নদী
৬.৩ থর মরু অঞ্চল
৬.৪ লাডাক মালভূমি
৬.৫ ভারতের বৃহত্তম উপহ্রদ
৬.৬ চণ্ডীগড়
৬.৭ ভারতের সর্বাধিক ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল
৬.৮ ইন্দিরা পয়েন্ট
৬.৯ নভসেবা বন্দর
৬.১০ পূর্ব ভারতের পেট্রোরসায়ন শিল্পকেন্দ্র।

উত্তর

'ক' বিভাগ: ১। ১.১-(ক) ধীর, ১.২-(গ) মেঘ, ১.৩-(ক) গ্র্যান্ড ব্যাংক, ১.৪-(খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে, ১.৫-(গ) মেরু অঞ্চলে, ১.৬-(ক) তিস্তা, ১.৭-(গ) সিরিঞ্জ, ১.৮-(গ) ৬টি, ১.৯-(ক) পলঘাট, ১.১০-(খ) শীতকাল, ১.১১-(ঘ) আলু, ১.১২-(গ) ওড়িশায়, ১.১৩-(ঘ) ব্রহ্মপুত্রে গড়ে উঠেছে, ১.১৪-(ঘ) হলুদ রঙে। 'খ' বিভাগ: ২। ২.১.১- অ, ২.১.২- শু, ২.১.৩-শু, ২.১.৪-অ, ২.১.৫-শু, ২.১.৬-অ, ২.১.৭-শু। ২.২। ২.২.১-গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, ২.২.২-ঘুসুড়ি, ২.২.৩-গোদাবরী, ২.২.৪-স্যানিটারি ল্যান্ডফিল, ২.২.৫- পশ্চিম, ২.২.৬-বেশি, ২.২.৭-জৈব অভঙ্গুর। ২.৩। ২.৩.১ বোল্ডার ক্লে, ২.৩.২. প্রতিবাত, ২.৩.৩ CO_2, SO_2, H_2O, ২.৩.৪ আনাইমুদি, ২.৩.৫-কৃষিজ, ২.৩.৭-Representative Fraction, ২.৩.৮-ব্যাঙ্গালুরু। ২.৪। ২.৪.১-(৩) বায়ুর কাজ, ২.৪.২-(৪) শীতল স্রোত, ২.৪.৩-(২) মহারাষ্ট্রের মালভূমি, ২.৪.৪-(১) জিওস্টেশনারি উপগ্রহ।

অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়ী মেসির হাতে আরেকটি পুরস্কার

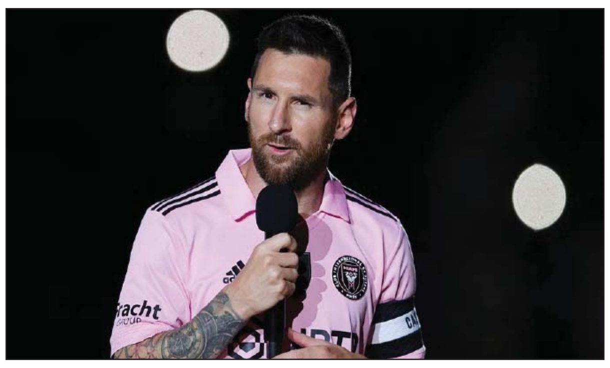

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসি অনেকটা ঘোষণার সুরেই বলেছিলেন, তাঁর আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। তিনি এমনটা বলছেন ঠিক, কিন্তু বিশ্বকাপের পরও তো তাঁর ভালো খেলা থেমে নেই। তাই তো এখনো একের পর এক পুরস্কার জিতে চলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিছুদিন আগেই মেসির হাতে উঠেছে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। ক্যারিয়ারে এটা মেসির অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়। এবার মেসি জিতলেন আরেকটি পুরস্কার। ২০২৩ মৌসুমে ইন্টার মায়ামির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন মেসি। ২০২৩ মৌসুমের 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' বা এমভিপি হিসেবে মেসির নাম ঘোষণা করেছে মায়ামি।
মায়ামির মৌসুম ফেব্রুয়ারিতে শুরু হলেও মেসি পিএসজি থেকে এসে যোগ দেন জুলাইয়ে। প্রথম থেকেই মেজর লিগ সকারের ক্লাবটির হয়ে দুর্দান্ত ছিলেন মেসি। ক্লাবের হয়ে প্রথম ১৪ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল, আরও ৮ গোলে আছে সহায়তা। মেসির এই নৈপুণ্যে ভর করে ইন্টার মায়ামি পেয়েছে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা। মায়ামিকে লিগস কাপের সেই শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১০ গোল করেন মেসি। হন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও।
এর আগে ইন্টার মায়ামির এমভিপি পুরস্কার জিতেছেন লিওনেল মেসির সাবেক আর্জেন্টাইন সতীর্থ গঞ্জালো হিগুয়েইন ও লুইস মরগান।

সেমিফাইনালের চাপ নেই, বলতে চান না দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাউন্ড রবিন লিগের সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। টুর্নামেন্ট খেলতে আসা ৯ দলের কেউই লিগ পর্বে ভারতকে হারাতে পারেনি। রোহিত শর্মার দল যে গতিতে ছুটছে, তাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তাঁর হাতেই দেখছেন বেশির ভাগ বিশ্লেষক।
তবে ট্রফি হাতে তোলার শেষ পথটুকু আগের মতো সহজ হবে না বলেই মনে করেন ভারত কোচ রাহুল দ্রাবিড়। লিগ পর্বে ম্যাচ হারলেও বড় ক্ষতি ছিল না, সেমিফাইনালে উঠতে পয়েন্টের দিক থেকে সেরা চারে থাকলেই চলত। কিন্তু এখন চ্যালেঞ্জ নকআউট পর্বের। হারলেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়। যে কারণে আগামী বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল নিয়ে কিছুটা হলেও চাপ বোধ করছেন ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়। সাবেক এই ক্রিকেটার বলেছেন, সেমিফাইনালকে অন্য আট-দশটি ম্যাচের মতো করে দেখছে না তাঁর দল।
তিন ম্যাচ বাকি থাকতেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা ভারত লিগ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলে গতকাল রোববার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। ১৬০ রানের জয়ের পর সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দ্রাবিড় সেমিফাইনাল নিয়ে বলেন, 'যদি বলি যে এটা অন্য সব ম্যাচের মতোই একটা, সেমিফাইনালের কোনো চাপ নেই, তাহলে ভুল বলা হবে। ক্রিকেটে কোনো ম্যাচই জেতার নিশ্চয়তা নেই। যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে যতটা সম্ভব প্রস্তুত হওয়া। আমরা সেটাই করছি।'
লিগ পর্বের ৯ ম্যাচে ভারত যেভাবে দাপুটে ক্রিকেট খেলেছে, তাতে ভারতকেই শিরোপার সবচেয়ে বড় দাবিদার হিসেবে দেখছেন অনেকে। তবে একটি ম্যাচ না জিতলেই বিশ্লেষকদের কথা বদলে যেতে পারে বলে মনে করেন ভারত কোচ, 'যখন সব ঠিকঠাক চলে, তখন সবার চোখেই ভালোটা ধরা পড়ে। কিন্তু একটা ম্যাচ হারলেই সবাই বলা শুরু করবে আপনি কিছু জানেন না।'
ভারত ২০১১ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পরবর্তী দুটি আসরে সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে। এর মধ্যে ২০১৯ আসরে তাদের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় করে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড, যে দলটি এবারও প্রতিপক্ষ।
নকআউট পর্বের ম্যাচ বলে এবারও চাপ থাকবে, তবে সেটি সামলে নেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস রোহিতদের মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস দ্রাবিড়ের, 'কিছুটা চাপ থাকবেই। তবে টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত যেভাবে চাপ সামাল দিয়েছি, সেটা আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস বাড়িয়েছে।'
ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বুধবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে।

আইসিসির 'হল অব ফেমে' অরবিন্দ ডি সিলভা, শেবাগ, এদুলজি

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা পেয়েছেন ক্রিকেট ইতিহাসের তিন কিংবদন্তি। তাঁরা হলেন অরবিন্দ ডি সিলভা, বীরেন্দর শেবাগ ও ডায়ানা এদুলজি। এক বিবৃতিতে এ তিনজনকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা।
১৯৯৬ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল অরবিন্দ ডি সিলভার। লাহোরের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেছিলেন অনবদ্য এক শতক। শ্রীলঙ্কার সোনালি প্রজন্মের এই তারকা খেলেছেন ৯৩ টেস্ট আর ৩০৮ ওয়ানডে। টেস্টে ৬ হাজার আর ওয়ানডেতে ৯ হাজারের ওপরে রান করেছেন তিনি। ক্রিকেটীয় ব্যাকরণ মেনেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলতেন ডি সিলভা। ১৯৯৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারতের বিপক্ষে প্রাথমিক বিপর্যয়ের মধ্যেও ব্যাটিংয়ে নেমে পাল্টা আক্রমণ করে ডি সিলভার সেই ব্যাটিং স্মরণীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে।
আরেক বিশ্বকাপজয়ী ভারতের বীরেন্দর শেবাগ। ২০১১ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর রান ১৭ হাজারেরও বেশি। ভারতের হয়ে অবশ্য প্রথম বৈশ্বিক শিরোপা জিতেছিলেন ২০০৭ সালের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ভারতের হয়ে ১০৪টি টেস্ট, ২৫১ ওয়ানডে আর ১৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন শেবাগ।
ডায়ানা এদুলজির অসামান্য অবদান ভারতের নারী ক্রিকেটে। ৩০ বছরের ক্যারিয়ার তাঁর। খেলেছেন ২০ টেস্ট আর ৩৪ ওয়ানডে। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৫ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে এই তিন ক্রিকেটারকে। এখন পর্যন্ত নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ১১২ ক্রিকেটারকে 'হল অব ফেমে' অন্তর্ভুক্ত করেছে আইসিসি।

মুম্বাইয়ের অরমিস্টন রোডে রাস্তার পাশে ফুটপাতে বসেই শেভ করলেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন। তবে এবারই প্রথম অভিজ্ঞতা নয় ভনের। আগেও দিনদয়াল নামের এই নাপিতের কাছে শেভ করিয়েছেন ভন। সবাইকে এই অভিজ্ঞতা নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন ভন।

হৃদরোগে মাঠেই মারা গেলেন ঘানার ফুটবলার

আপনজ ডেস্ক: ফুটবল মাঠে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। অনেকে পরে সুস্থ হয়ে উঠলেও ঘানার ফুটবলার রাফায়েল ডুয়ামেনা সে পথে হাঁটতে পারলেন না। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাঠেই মারা গেছেন ২৮ বছর বয়সী ফুটবলার। খবরটি নিশ্চিত করেছে আলবেনিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এএফএল)।
এক বিবৃতিতে এএফএল জানিয়েছে, 'খবরটি আলবেনিয়ার ফুটবলকে হতবাক করে দিয়েছে। ডুয়ামেনা পরিবার ও এগনাটিয়ার ক্লাবের প্রতি এএফএল গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।' ডুয়ামেনার স্মরণে আলবেনিয়া ফুটবল ফেডারেশন লিগের এ সপ্তাহের ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
সমবেদনা জানিয়েছে ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও (জিএফএ)। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'সে (ডুয়ামেনা) ভালোভাবে দেশকে সেবা দিয়ে গেছে। যখনই ঘানাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে, সে তার যোগ্যতা দেখিয়েছে।'
ডুয়ামেনার মাঠে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে ২০২১ সালে অস্ট্রিয়াতে খেলার সময় মাঠে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে সে যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তখন তাঁর হার্টের অপারেশন করে 'স্বয়ংক্রিয় ডেফিব্রিলেটর' বসানো হয়েছিল।
তবে ডুয়ামেনা এবার আর ফেরার সুযোগ দিলেন না। গত শনিবার আলবেনিয়ার লিগে পার্টিজানির বিপক্ষে তাঁর ক্লাব এগনাটিয়ার হয়ে মাঠে নেমেছিলেন ডুয়ামেনা। খেলার মাঝেই মাঠে লুটিয়ে পড়েন তিনি।
তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ৯ গোল নিয়ে এবারের আলবেনিয়ান লিগে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে ছিলেন ডুয়ামেনা। জাতীয় দল ঘানার হয়ে ৯ ম্যাচ খেলে দুটি গোল করেছেন তিনি।

১৯৮৩-র ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভুল মনে করিয়ে সতর্ক করলেন প্রাক্তন উইকেট কিপার কিরমানি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ জয়ে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ফেবারিট বলতে হবে ভারতকেই। দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়ে সেমিফাইনালে ওঠা স্বাগতিকদের নিয়েই বাজির দরটা বেশি। তবে ক্রিকেটের 'গৌরবময় অনিশ্চয়তার হুমকি'র কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৯৮৩ সালের শিরোপাজয়ী দলের সদস্য সৈয়দ কিরমানি।
গ্রুপ পর্বে ৯ ম্যাচের সব কটিতে জিতেই আগামী বুধবার সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত।
স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়দের বড় আশা শিরোপা জয়ের। কিন্তু 'আত্মতৃপ্তি'তে ভোগার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কিরমানি।
সেবারের শিরোপাই ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে খেলার 'পাওয়ারহাউস' হয়ে ওঠার পথ করে দিয়েছিল।
৭৩ বছর বয়সী কিরমানি মনে করেন, ১৯৮৩ সালের ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ দুবারের বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদেরকে হালকাভাবে নিয়েছিল, যেটির মাশুল দিতে হয় ক্যারিবীয়দের। এবারের ভারত দলকে কেমন দেখছেন, এমন এক প্রশ্নের জবাবে কিরমানি বলেছেন, 'দুর্দান্ত। তারা চ্যাম্পিয়নের মতো করেই খেলছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেমন খেলেছিল। কেউই মনে করছে না যে ভারত হারবে। আমি ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। কিন্তু এই মহান খেলার গৌরবময় অনিশ্চয়তার কারণে আপনি আসলে নিশ্চিত হতে পারবেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৮৩ সালে যেভাবে হালকাভাবে নিয়েছিল, সেটি করা যাবে না।'
১৯৮৩ সালে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে ভালো কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিল ভারত। কিরমানির মতে, সে জয়টাই ভারতের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরে বড় দলগুলোর 'আত্মতৃপ্তিতে ভোগার সুবিধা আদায়' করেছিলেন তাঁরা। 'আন্ডারডগ' হিসেবে সে বিশ্বকাপে যাওয়া কপিল দেবের দল হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকেও। পরে সেমিফাইনালে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে হারায় তারা। লর্ডসের ফাইনালে মাত্র ১৮৩ রান তুলেও ৪৩ রানে জিতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে ভারত।

'দুর্ধর্ষ, ধ্বংসাত্মক'

ফাইনালে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভিভ রিচার্ডসের উইকেটটি। মদন লালের বলে পেছন দিকে ছুটে দুর্দান্ত কাচ নিয়েছিলেন কপিল দেব।
সে টুর্নামেন্টের দিকে ঘুরে তাকিয়ে এখনকার বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি এএফপিকে বলেন, 'আমরা পুরোটা সময় দল হিসেবে ভালো ক্রিকেট খেলেছিলাম।'
বিনির কাছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সেমিফাইনাল জয়ের আগেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে গ্রুপ পর্বে ১১৮ রানের জয়। তিনি বলেন, 'আমরা ভালো খেলা শুরু করেছিলাম। সেমিফাইনালের আগে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলাম। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে সম্ভাব্য হিসেবে ভাবা হচ্ছিল তাদের। এরপর আমাদের খেলা বদলাতে শুরু করল, আমরা ভালো খেলতে শুরু করলাম। সেমিফাইনাল সহজেই জিতেছিলাম।'
১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিনিরও। মিডিয়াম পেসে ১৮ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি।
অবশ্য সেমিফাইনালে সহজ জয় পেলেও যাত্রাটা একেবারে মসৃণ ছিল না ভারতের। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি তাদের হয়ে পড়েছিল বাঁচা-মরার। ১৭ রানে ৫, ১৪০ রানে ৮ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ভারতকে উদ্ধার করেছিল কপিলের স্মরণীয় ১৭৫ রানের ইনিংস। কপিলের ইনিংসে ভারত ৮ উইকেটে তুলেছিল ২৬৬ রান, এরপর জিম্বাবুয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল ২৩৫ রানে।
কপিলের সে ইনিংস প্রসঙ্গে কিরমানি বলেন, 'আমি কোনো ক্রিকেটারকে এমন দুর্ধর্ষ, ধ্বংসাত্মক ইনিংস খেলতে দেখিনি।'
কপিলের সে ইনিংসের অনেকটা ননস্ট্রাইক প্রান্ত থেকে দেখেছিলেন কিরমানি, তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ১২৬ রানের জুটির অংশ ছিলেন। কিরমানি করেছিলেন ২৪ রান। তাঁর ভাষায়, '২২ গজ দূরে থেকে আমি সবচেয়ে স্মরণীয় ও সেরা ইনিংসটি দেখেছিলাম। এর পর থেকে পুরোটাই ইতিহাস।'

ইতিহাস

কপিল ছাড়াও সে বিশ্বকাপে ভারত দলে ছিলেন বিনি, মদন লাল, বালবিন্দার সিং সান্ধু ও মহিন্দর অমরনাথের মতো কয়েকজন অলরাউন্ডার। ফাইনালে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও হয়েছিলেন অমরনাথ।
২০২৩ সালের সঙ্গে ১৯৮৩ সালের দলটির তুলনা করতে গিয়ে অভিজ্ঞ ক্রীড়া সাংবাদিক আয়াজ মেমন বলেছেন, দুই দলের মধ্যে একটি ব্যাপারে মিল আছে– ভয়ংকর বোলিং আক্রমণ।
এএফপিতে তিনি বলেন, 'একটি ব্যাপারেই সামঞ্জস্য বের করা যায়, বোলাররা যেভাবে পারফর্ম করেছে। ভারতের বোলিং কখনোই বিখ্যাত ছিল না, ১৯৮৩ সালে তো অবশ্যই না।'
মেমন বলেন, 'ভারতের ফ্ল্যাট উইকেটে ব্যাটসম্যানরা দাপট দেখাবে, সবাই ভেবেছিল এমন। (কিন্তু) বোলাররা এবার দুর্দান্ত করেছে। ব্যাটসম্যানরাও (ভালো) করেছ, কিন্তু বোলাররাও কম যায়নি। আর ক্লিশে কথাটি তো আছেই, "ব্যাটসম্যান আপনাকে ম্যাচ জেতাবে কিন্তু টুর্নামেন্ট জেতাবে বোলাররা"।'

৬ বলে ৬ উইকেট নিয়ে দলকে জেতালেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার

আপনজ ডেস্ক: ছয় বলে ছয় উইকেট! আর তা-ও ম্যাচের শেষ ওভারে, যখন প্রতিপক্ষের দরকার ছিল ৫ রান, হাতে ছিল ৬ উইকেট!
অবিশ্বাস্য এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান বোলার গ্যারেথ মরগান। শনিবার গোল্ড কোস্টের ক্যারারা কমিউনিটি সেন্টারে প্রিমিয়ার লিগ ডিভিশন-৩-এর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মুদগ্রিবা নেরাং অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট ক্লাব ও সারফার্স প্যারাডাইস। ৪০ ওভারের ম্যাচটিতে মুদগ্রিবার ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমে ৩৯ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান তুলে ফেলেছিল সারফার্স। মুদগ্রিবার অধিনায়ক মরগান এবিসিকে জানান, নিশ্চিত হারতে যাওয়া ম্যাচে প্রতিপক্ষের জয়সূচক রান হজমের জন্য তরুণ বোলারদের তিনি সামনে ঠেলে দেননি। এর বদলে নিজেই বল হাতে নেন। আর তা করতে গিয়েই ঘটিয়ে ফেলেন অবিশ্বাস্য ঘটনা।
মরগান প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন ৬০ বলে ৬৫ রান করা জ্যাক গারল্যান্ডকে। উইকেট তুলে নেন পরের দুই বলেও। হ্যাটট্রিক হয়ে যাওয়ার পর মরগানের মনে হতে থাকে ম্যাচটা তাঁর দল জিততে পারে।
স্পোর্টসের এক্স হ্যান্ডলার থেকে গোল্ড কোস্ট বুলেটিনকে মরগান বলেন, 'চতুর্থ বলেও একজন আউটের পর সবাই আনন্দে লাফাতে শুরু করে। আমি তখন মনে করিয়ে দিই, একটা বাউন্ডারি হলেই কিন্তু আমরা হেরে যাব।' কিন্তু মরগানই হারতে দেননি।

দায় নিজের কাঁধেই নিচ্ছেন শাদাব

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে একেবারেই ভালো করতে পারেননি পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শাদাব খান। পরিচয়ে অলরাউন্ডার হলেও তাঁর স্পিনার ভূমিকাটাই পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের ছিল। দলের প্রয়োজনের সময় শাদাব উইকেট নেবেন, দলের চাওয়া ছিল সেটিই। কিন্তু রাউন্ড রবিন লিগ পর্বের ৬ ম্যাচ খেলে শাদাব পেয়েছেন মাত্র ২ উইকেট। বল হাতে শাদাবের এই অকার্যকর হয়ে থাকা পাকিস্তানকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে।
বিশ্বকাপে অন্যতম ফেবারিট হিসেবে খেলতে আসা বাবর আজমের পাকিস্তান আসলে সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে মাঝখানে টানা চার ম্যাচ হেরে। এই ম্যাচগুলোতে শাদাবসহ পাকিস্তানি স্পিনারদের পারফরম্যান্স ছিল খুবই হতাশাজনক। বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচের ৫টিতে হেরেছে তারা। হারের হিসাবে এটিই পাকিস্তানের সবচেয়ে বাজে বিশ্বকাপ।
ভারতের উইকেটে যেখানে স্পিনাররা কার্যকর ভূমিকা রাখেন, সেখানে পাকিস্তানি স্পিনারদের অবস্থা ছিল তথৈবচ। শাদাব, মোহাম্মদ নেওয়াজ, উসামা মির, ইফতিখার আহমেদরা ছিলেন খুবই গড়পড়তা। এমন অবস্থায় বাজে পারফরম্যান্সের দায় নিজের কাঁধেই নিচ্ছেন শাদাব। বিশ্বকাপ শেষে নিজ দেশে ফিরে সংবাদমাধ্যমকে পাকিস্তানের এই লেগ স্পিনার বলেছেন, 'আমি নিজেই খুব খারাপ করেছি। আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী বোলিং করতে পারিনি। যেটি দলের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**